বঙ্গীয় মহিলা।

অর্থাৎ

নারীজাতির শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব।

শ্রীতারক নাথ বিশ্বাস

প্রণীত।

বাগবাজার — কলিকাতা "আনন্দিনী" কার্য্যালয়
হইতে শ্রীরাজেন্দ্র লাল বিশ্বাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৮০ নং আপার চিৎপুর রোড — মণিরাম যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯২ সাল।

মূল্য ৷৷৹ আট আনা।

বঙ্গীয় মহিলা।

অর্থাৎ

নারীজাতির শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব।

—————০ × ০—————

শ্রীতারক নাথ বিশ্বাস

প্রণীত।

———

বাগবাজার—কলিকাতা "আদরিণী" কার্য্যালয়

হইতে শ্রীরাজেন্দ্র লাল বিশ্বাস কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

সন ১২৯২ সাল।

Printed by Poorna Chundra Chakravaty
at the Manmam Press - No 180
upper Chitpore Road
Calcutta

উপহার।

যাঁহার প্রবর্ত্তনায় এই পুস্তক খানি লিখিয়াছি, তাঁহারই কর-কমলে ইহা সাদরে উপহার প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

বঙ্গীয়মহিলা।

২৩৮৫

সূচনা।

সর্ব্ব-সুখ-নিয়ন্তা করুণা-নিধান জগদীশ্বর মনুষ্যের সাংসারিক সুখ সাচ্ছন্দ বিধানার্থ তাহাদিগকে নর, নারী দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে রমণী আমাদের অর্দ্ধাঙ্গিনী, যে রমণী সাংসারিক অর্দ্ধেক চরিত্রের অভিনেত্রী, যে রমণী আমাদের সুখ সাচ্ছন্দ বৃদ্ধি করিবার প্রধান নায়িকা, আমরা সেই রমণী সম্বন্ধে দুই একটী কথা উল্লেখ করিতে "বঙ্গীয়মহিলা" প্রকটনে লেখনী ধারণ করিলাম।

পুরুষ ও স্ত্রী এ সংসারের দুইটী স্বতন্ত্র জীব, দুইটীর মধ্যে প্রকৃতিগত অনেক বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পুরুষহৃদয় নারী-হৃদয়গত অপূর্ব্ব গুণগ্রামের সংমিশ্রনে সুখী, তদাভাবে কি হইত বলা যায় না। সরল প্রকৃতি মহিলার পবিত্র প্রেম, ভালবাসা, দয়া, মায়া, প্রভৃতিতেই

সংসারকে স্বর্গ বলিয়া বোধ হয়, সেই সকল সুখশান্তির কণামাত্র লাভ বাসনায়,পুরুষ সংসারে এতাদৃশ অনুরক্ত, সেই জন্ত আমাদের শান্তি প্রদায়িনী মহিলা সম্বন্ধে গুটী-কত কথা বলিতে উদ্যুক্ত হইলাম। আশা করি তৎপক্ষে আমাদের সুখশান্তিস্বরূপিনী মহিলাগণের কথঞ্চিৎ উপ-কার দর্শিবে,—তাহা হইলেই আমাদের সকল শ্রম, সকল যত্ন, সকল উদ্যম সফল হইবে।

মহিলাগণের বিবাহ কাল অবধি কি কি করা কর্ত্তব্য স্বামীর এবং অপরাপর পরিবারবর্গের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা বিধেয়, এই পুস্তকে তৎসম্বন্ধে মহিলা-দিগের প্রতি কথঞ্চিৎ উপদেশ প্রদত্ত হইল, যদ্যপি বাঙ্গালার অসংখ্য মহিলাদিগের মধ্যে এক জনেরও এতৎ পাঠে কিঞ্চিৎমাত্রও উপকার দর্শে তাহা হইলেই সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এ পর্য্যন্ত—মহিলা পাঠ্য সুরুচীকর অতি অল্প পুস্তকই প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা স্বামীগণ যত্ন সহকারে স্ত্রীকে পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারেন, জানিনা যে আমাদের এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি সেরূপ একখানি পুস্তক মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে কি না, তবে আশা এ জগতে কাহার নাই? সুতরাং আমাদেরও যে আছে তাহা বলা বাহুল্য।

বিবাহ।

এই বিশ্ব সংসারের প্রধান সুখ দাম্পত্য প্রণয়, এবং সেই প্রণয়ের আকর বিবাহ। পরিণয় প্রথা ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে, কিন্তু সেই পরিণয় বিধি যে সকল জাতির বা সকল সম্প্রদায়ের সমান বা বিশুদ্ধ তাহা বলিতে পারি না। যখন স্ত্রী এ জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী, যখন হর্ষে, বিষাদে, সুখে দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, সকল অবস্থাতে ও সকল সময়েই স্ত্রী একমাত্র সঙ্গিনী, তখন সেই স্ত্রী নির্ব্বাচন করা যে সহজ নহে, তাহা কেনা স্বীকার করিবে? তুমি বিবাহ করিলে, উত্তম রূপবতী স্ত্রী পাইলে, কিন্তু তাহার অন্তর পাইলে না, বা তাহার মনের সহিত তোমার মনের ঐক্য হইল না, তবে সে বিবাহে সুখ কি? সে স্ত্রী লইয়া তোমার ইহ জন্মে কোন ফল উৎপাদিত হইবে? পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যক্তিই বিবাহিত; কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেই কি সুখী? সকলেই কি প্রণয় সাগরে ভাসমান? কখনই না।

আজ কাল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে যুবকেরা বিবাহিত হইবামাত্র মনে করেন যে তাঁহারা কি অমূল্য নিধিই হস্তগত করিয়াছেন। পৌত্তলিকের উপাস্যের

ন্যায় সতত তাহাকে ভক্তি দেখান, কিন্তু সে ভক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যায়, ইহার কারণ কোন কোন লোকের সম্বন্ধে মানসিক চঞ্চলতামাত্র। কোন বস্তুই চিরকাল সমান ভাল লাগে না, তুমি নবকামিনীর প্রণয়লাভ লালসায় নানাপ্রকারে স্নেহ যত্ন বিনয় বাধ্যতা দেখাইলে, তোমার এখন তাহা বড় ভাল লাগিল। ক্রমে তাহাকে হস্তগত করিলে, তাহাকে হাসাইলে, ক্রীড়া করাইলে, সেই কম্বুকণ্ঠীর অমৃত ভাষে হৃদয় পরিতৃপ্ত করিলে। কিছুদিন পরে পুরাতন হইল, সে স্নেহ যত্ন বিনয় প্রভৃতি আর তোমার তত ভাল লাগিল না, সুতরাং তাহার হ্রাস হইতে লাগিল। যেমন বন্যার জল থাকেনা, সেই মত রূপবতীর রূপভোগজনিত মৌখিক ভালবাসাও চিরকাল থাকে না। কিন্তু ঐরূপ ক্ষণিক পরিতৃপ্তি ও অতৃপ্তির ফল বড় বিষময়। বন্যার জল নদী ভাসাইল, দেশ প্লাবিত করিল, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ, গৃহাদিস্রোতোবেগে বিধ্বংশ করিল কিন্তু দুই তিন দিনেই যেখানকার সেইখানে মিশিল, কেবল তৃণ শূন্য ভূমিখণ্ডে তাহার স্মৃতি-চিহ্নমাত্র রহিল। মৌখিক ভালবাসাতেও তদ্রূপ। তখন তোমার পরিণীতা স্ত্রী এই বিসদৃশভাব দেখিয়া ভাবিলেন, যে তুমি আর তাহাকে যত্ন করনা বা ভাল বাসনা, যে টুকুও বাস তাহা মৌখিক বা লোকলজ্জাজনিত। ফলতঃ

আন্তরিক স্নেহ বন্ধনের গ্রন্থি এক একটি করিয়া যতদূর খসিবার তাহা খসিতে লাগিল। আন্তরিক অনৈক্যতা অবিশ্বাস ও কলহের সূত্রপাত হইল। তুমি অগ্র পশ্চাৎ ভাবিলে না, অবাক্ হইলে। পরিণয়ে সুখ নাই বলিয়া স্থির করিলে, স্ত্রী স্বার্থপরায়ণা, সুখের সঙ্গিনী হইতে পারে, কিন্তু দুঃখের সময়ে কেহই নহে, বলিয়া স্থির করিলে। কিন্তু তুমি এ কথা স্বীকার করিবে না যে তুমিই এই অনিষ্টপাতের একমাত্র কারণ। তাহাকে কোন কথা বুঝাইবে না, বরং সে কোন কথা জিজ্ঞাসু হইলে রাগ প্রকাশ করিবে। এইরূপে অনেকেই স্ত্রীর প্রণয়লাভ করিতে পারেন না, স্ত্রীর সহিত প্রকৃত বন্ধুত্ব হয় না। বন্ধুত্ব প্রভুত্বে হইতে পারে না। আমি স্বামী, সে স্ত্রী অতএব সে আমার একান্ত বশম্বদা ও বাধ্যা হইবে, ইহা ভাবিলে প্রণয় হয় না। প্রথমে বড় আড়ম্বর হইল, যুবা প্রণয়িণীকে প্রণয় সাগরে ভাসাইলেন, ডুবাইলেন, তাহাকে তখন বড়ই সুখী করিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁহার ভোগলালসা চরিতার্থ হইল, তাঁহার হৃদয়ের বেগ থামিল, আর সেই প্রণয়িণীকে তাঁহার তত ভাল লাগিল না। তাঁহার বন্যার জলমত প্রণয়বেগ নব প্রণয়িণী হইতে যথাস্থানে বিলীন হইল, বন্যার জল অপসৃত হইলে শূন্য ভূমিখণ্ডমত যুবতীর শূন্য হৃদয় শূন্যই রহিল। হয়ত যেমন শূন্য ভূমিতে কণ্টক

প্রভৃতি স্বতঃই উৎপন্ন হয় সেই মত তাঁহার সেই হৃদয়ে প্রকৃতিরূপ কণ্ঠক জন্মিল।

কেহ কেহ বঙ্গের বিবাহ প্রণালীর কদর্য্যতাই প্রকৃত প্রণয় না হইবার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বিবাহের পূর্ব্বে স্বামী স্ত্রীকে, বা স্ত্রী স্বামিকে দেখিল না, আপন পিতামাতা বা অপর কর্ত্তৃপক্ষ যাহার সহিত যাহার পরিণয় দিলেন তাহাকেই বিবাহ করিতে হইল। এরূপ স্থলে কি করিয়া প্রকৃত প্রণয়ের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? যদিও অনেকে এমতের পক্ষপাতি তথাপি আমাদের ইহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয় না। আন্তরিক মিল যে কাহার সহিত কাহার হইবে তাহার স্থিরতা নাই। আমি পরিণয়ের পূর্ব্বে স্বয়ং পাত্রী দেখিলাম, এই পর্য্যন্ত দেখিলাম যে কন্যাটি সুন্দরী কি না। কিন্তু তাহার মানসিক ভাবের কি করিয়া সহসা পরীক্ষা করিতে সক্ষম হইব? দুই এক দিনে কাহারও অন্তরের ভাব জানা যায় না, তাহা জানিতে হইলে ঘনিষ্ঠতার আবশ্যক, কিন্তু সেরূপ ঘনিষ্ঠতা বাঙ্গালির নিকট প্রত্যাশা করা অন্যায় ও অসম্ভব।

উভয়ের অন্তর উভয়ের মত না হইলে মিল হয় না, যদি স্বামী উগ্র স্বভাবাপন্ন ব্যক্তি হন, তবে তাঁহার স্ত্রীর অত্যন্ত ধীর স্বভাব হওয়া উচিত, নতুবা স্ত্রী পুরুষে সতত ঘোরতর কলহ হইবার সম্ভাবনা।

আমাদের দেশে অধুনা বিবাহের যে প্রণালী প্রবর্ত্তিত, তাহাতে দেখা যায় যে পুরুষের বিবাহ পক্ষে কোন নির্দ্দিষ্ট সময় অবধারিত নাই, কিন্তু কন্যাপক্ষে অষ্টমবর্ষ অতীত হইবা মাত্রই বিবাহের মুখ্য সময় উপস্থিত হইল। ইহার বিষময় ফল এই হয়, অষ্টম বা নবম বর্ষীয়া বালিকা ত্রিংশৎ, চত্বারিংশ বা ততোধিক বর্ষ বয়স্ক পুরুষের সহিত সহধর্ম্মিণী পরিণীতা হয়েন। অথবা ঐরূপ বালিকার সহিত দশম বা দ্বাদশবর্ষীয় বালক পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু এই উভয়ই সংসারের অনিষ্টপাতের প্রধান হেতু। প্রথম কল্পে অপরিস্ফুটবাচা বালিকা পিতা বা পিতামহ তুল্য পতির হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া চিরজীবন দগ্ধ হন, দ্বিতীয় কল্পে অপরিণত বয়স্কের অপরিপক্ক বীজে উৎপন্ন সন্তান অনতিদীর্ঘবয়সে মৃত্যুর বশীভূত হইয়া অল্প বয়স্ক পিতামাতার শোকের হেতু হয়। যদিও তু [illegible] বয়স্কের সহিত প্রণয় সঞ্চারের কোন অসম্ভাবনা নাই, তথাপি বালক বালিকার বিবাহ যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু এ প্রবন্ধে আমাদিগের তাহা সমালোচ্য নহে, যাঁহারা বাল্য বিবাহের দোষ অবগত আছেন, তাঁহারা ইহা অনায়াসে বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি যে বাল্য বিবাহ ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। এবং কালে সে

আরও কমিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ কি? যে দেশের রমণীগণ দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে মাতা হন, সে দেশের একাদশ বর্ষিয়া বালিকার বিবাহকে আমরা বাল্য বিবাহ বলিব না, বাঙ্গালির বালিকাদিগের একাদশ হইতে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য। ইহা অপেক্ষা অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া আমাদের মতে যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

রমণীর স্বামী এবং পুরুষের স্ত্রী নির্দ্দেশের নামই বিবাহ। কিন্তু আমরা বিবাহকে যত সামান্য বলিয়া বিবেচনা করি প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা তত সামান্য নহে। বিবাহে নর নারীর জীবনের একটী যুগান্তর হয়, নূতন জগতে একটী যেন নূতন জীবন ধারণ করে। এস্থলে রমণী সম্বন্ধে কোন কথাই নাই, কেবলমাত্র পুরুষ সম্বন্ধে উল্লেখ্য যে যত দিন তিনি স্ত্রী প্রতিপালনে অসমর্থ, তত দিন তাঁহার বিবাহ করা অকর্ত্তব্য।

অনেক অসম্পন্ন পিতাও সাধ করিয়া বাল্যাবস্থাতেই আপন পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি কি একবারও চিন্তা করেন না, মনুষ্য জীবন ক্ষণভঙ্গুর, ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি দৈব দুর্ব্বিপাকে সহসা তাঁহাকে সংসার লীলা পরিহার করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার সেই অতি সাধের অতি যত্নের ননীর পুতলী পুত্রবধূর দশায় কি হইবে? তাঁহার সেই চিন্তাশূন্য মস্তকে একে

যারে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, যে সংসার তাহার রম্য কানন, যে সংসার তাহার বিলাসক্ষেত্র, যে হৃদয় উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ, তাহা একেবারে ভাবান্তর প্রাপ্ত হইবে। সংসারের বিকট দাহনে দগ্ধ হইতে হইবে, অবশিষ্ট জীবন হয়ত আশা শূন্য অসার হইয়া উঠিবে। তাহার সকল সুখ এককালে ধ্বংশ হইয়া যাইবে। তাই বলি পিতা হইয়া যিনি পুত্রের ভাবি মঙ্গল প্রার্থনা করেন না, তিনি কেমন পিতা?

বিবাহের পরেই আমাদের বালিকা রমণীগণকে বাল্যের শৈশবের স্নেহের সুখের সাধের পিতৃভবন ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে যাইতে হয়, অপরিচিতকে জীবন সর্ব্বস্ব করিতে হয়, পরের সংসারকে আপন করিয়া লইতে হয়। মহিলাগণের অতি অল্প বয়সেই একটী জীবনের মহাপ্রলয় ঘটিয়া থাকে, একটী ঘোর পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়।

নবোঢ়া বালিকার বিবাহের পর হইতেই শ্বশুরালয় তাহার সংসার। সেই সংসার রঙ্গালয়ের তিনি একজন অভিনেত্রী, সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীগণের প্রথম অভিনয়নের উৎকর্ষ সাধন হইলেই তাহার যেমন মঙ্গল, ও খ্যাতি প্রতিপত্তি অচিরে হইয়া উঠে, নব বিবাহিতা বালিকাদিগের পক্ষেও তদ্রূপ।

প্রথম হইতেই বালিকাগণের শ্বাশুড়ী ননন্দ, জা

প্রভৃতির মনাকর্ষণ করা আবশ্যক, নতুবা তখন হইতেই তাঁহারা বালিকা চরিত্রের একটী আদর্শ গড়িয়া লয়েন, এবং তাহা যত্ন সহকারে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার ভাবী চরিত্রের স্থির ধারণা করিয়া রাখেন। সে ধারণা হৃদয় হইতে বিদূরিত করিতে অনেক চেষ্টা অনেক যত্ন অনেক অধ্যবসার আবশ্যক করে। নব বিবাহিতা বালিকার বাচলতা এককালে পরিহার্য্য, লজ্জা নম্রতা বিনয় সৌজন্য প্রভৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদিগকে আপনার ন্যায় ভালবাসিতে শিক্ষা করিতে হইবে। তাঁহাদিগের প্রতি মান অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাঁহারা তোমায় প্রাণপণে ভালবাসিবেন। ভালবাসা স্নেহ ও যত্নের পরিবর্ত্তে ভালবাসা স্নেহ ও যত্ন যে পাওয়া যায় তাহা মনে রাখিবেন।

অনেক রমণী শ্বশুরালয়ে যাইয়া, বিশেষতঃ বিবাহের পর যাইয়া অত্যন্ত ক্রন্দন পরায়ণা হন, ইহা ভাল নয়। ইহাতে অনেকে বিরক্ত হন। কন্যার পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে যে কষ্ট হইবে না তাহা বলিতেছি না, কিন্তু তাহা প্রকাশের জন্য কাঁদিয়া পাড়া মাথায় করিবার আবশ্যক নাই, মনে মনে থাকাই ভাল। রমণীর পক্ষে মনকে একটু আয়ত্বাধীন করা কর্ত্তব্য।

বিবাহের অব্যবহিত পরে বালিকারা অতি অল্প কালই শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া থাকেন, সুতরাং এই ক্ষণিক বাসহেতু বিশেষ কিছু শিক্ষা আবশ্যক নাই, তবে এই সময় হইতেই যে তাহারা গুরুজনের বাধ্য হইয়া উঠিবে, তাহা প্রার্থনীয়।

পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনী।

এসংসারে পিতা মাতার তুল্য স্নেহময় আর কেহই নাই, তাঁহাদের অসীম ভালবাসার বিনিময় দেওয়া পুত্র কন্যার ক্ষমতাধীন নহে। সেই পিতামাতার প্রতি পুত্র কন্যার কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা উল্লেখ করিবার আবশ্যক করে না, এ ভালবাসা, এ ভক্তি নির্দ্দিষ্ট নহে ইহা অনির্দ্দিষ্ট—অনন্ত। তোমার মনকে আবেগ সাগরে ভাসাইয়া তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইতে কৃতযত্ন হও। পিতামাতার ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব, তুমি যতই কেন করনা, সে অসীম যত্নের স্নেহের ভালবাসার কণামাত্র বিনিময় দিতে পারিবে না। তাহাতে মনের শান্তি আছে, সুখ আছে, তাই বলি যত পার পিতৃমাতৃ স্নেহের বিনিময় দিতে যত্নবান হইয়া আপন মনকে শান্তিসাগরে পরিনিমগ্ন কর, কন্যার যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর।

অল্প বয়স্কা বালিকারা পিতৃমাতৃ ভক্তি ততটা বুঝে না, কিন্তু একটু বয়স হইলে কোথা হইতে আপনি তাহা তাহাদের হৃদয় অধিকার করে। বালিকাদিগের পিতা মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতির নিতান্ত বাধ্য হওয়া

কর্ত্তব্য, তাঁহারা যাহা বলেন, যে উপদেশ দেন তাহা মনে রক্ষা বিধেয়। অনেক মাতা হয়ত সংসারের কার্য্য লইয়া ব্যস্ত, কোলের ছেলেটী কাঁদিতেছে, কিন্তু তাহার বড় ভগ্নিটী হয়ত তাহাকে শান্ত্বনা না করিয়া আপন সহযোগিনীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে চলিল, আমরা এ রূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করি, বালিকাদিগের বাল্যাবস্থা হইতেই সাংসারিক কার্য্যে যোগ দেওয়া উচিত এবং মাতা-দিগেরও বালিকাদিগকে সাধ্যমত গৃহকার্য্য শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক বালিকা বিবাহ কাল পর্য্যন্ত হয়ত কিছুই শিক্ষা করে না, কিন্তু শশুরালয়ে যাইয়া তাঁহাদিগকে পদে পদে অপমানিত হইতে হয়।

পিতা মাতার ন্যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও ভক্তি শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য। ভ্রাতৃজায়াদিগকে আপন ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ ভক্তি করিতে হয়। অনেক বালিকা নব বিবহিতা ভ্রাতৃ জায়ার প্রতি অনেক সময়ে অনেক প্রকার অত্যা-চার করিয়া থাকেন, কিন্তু সেরূপ করা নিতান্ত অন্যায়। অনেক বালিকা অত্যন্ত আব্দার প্রিয়া, আপন মাতার সোহাগে আপনাকে গরবিনী জ্ঞান করিয়া ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতির প্রতি সময়ে সময়ে অনেক অন্যায় আচরণও করিয়া ফেলেন, কিন্তু অল্প বুদ্ধি সম্পন্না বালিকারা যাহাতে সে সকল কার্য্য না করেন,

তৎপক্ষে মাতার বিশেষ লক্ষ্য থাকা কর্ত্তব্য। কন্যা ও পুত্রবধূ এ দুইটীকে দুই চক্ষে দেখিতে নাই।

রমণীগণ পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগিণীর প্রতি পুরুষাপেক্ষা যত্নবতী। যদিও অল্পবয়স হইতেই শ্বশুবালয়ে বাসহেতু রমণীগণকে পিতৃ মাতৃ সহবাস সুখভোগে বঞ্চিত হইতে হয়, তথাপি সেই কোমল হৃদয়ে যে স্নেহ যে মায়া, যে ভক্তি যে শ্রদ্ধা বর্ত্তমান থাকে তাহার সীমা পরিসীমা নাই। সে স্নেহ সে মায়া রমণীরা কিছুতেই বিস্মৃত হয় না। তাহাদের হৃদয়কন্দরে ভালবাসার সেই অক্ষয় বহ্নি সতত প্রধূমিত হইতে থাকে। পিতা মাতার প্রতি অনন্ত ভক্তি, ছোট ভাই ভগিনী গুলির প্রতি যত্ন, তাহাদের স্বভাব-সিদ্ধ গুণ। রোগে শোকে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করা, অন্তরের সহানুভূতি প্রকাশ করা, রমণীগণের ঈশ্বর দত্ত প্রকৃতি, তাই রমণী, তাই তোমরা সংসারের লক্ষ্মী।

রমণীগণের শ্বশুরালয়ে বাসহেতু পিতামাতার ঘনিষ্টতা মন্দীভূত হইয়া শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতির সহিত অধিক ঘনিষ্টতা জন্মিয়া থাকে, কিন্তু ইহাতেও কখন রমণীগণের হৃদয় হইতে পিতৃ বা মাতৃ ভক্তি কমিয়া যায় না, তাহা পূর্ব্ববৎ অচল ও অটুট থাকে, রমণী-হৃদয়ের কোমলভাবের ইহা একটী মহৎ নিদর্শন!

দ্বিরাগমন।

দ্বিরাগমন হইতেই রমণীগণ শ্বশুরালয়ে বাস করিতে আরম্ভ করেন, এই তাঁহাদের পরীক্ষার সময়, তিনি কেমন চতুরা, কেমন বুদ্ধিমতী, কেমন সংসার করিতে জানেন, তাহা বুঝা যায়।

সাধারণতঃ অধিকাংশ হিন্দুপরিবারই একান্নবর্ত্তি পরিবার। ইংরাজ মহিলাগণের আপনি ও স্বামী লইয়া সংসার, কিন্তু হিন্দু পরিবারের তাহা নহে, তাঁহাদের অনেক পরিবার; অতএব বালিকার পক্ষে এতাবৎ পুরবাসীগণের মনোরঞ্জনে কৃতকার্য্য হওয়া যে কতদূর দুরূহ তাহা বলা বাহুল্য! কিন্তু তাহা না পারিলেও চলে না, নতুবা তাহাকে আজীবন অন্তর্দাহ সহ্য করিতে হয়, সংসার সুখের পথে কণ্টক নিক্ষিপ্ত হয়। একান্নবর্ত্তী সংসার সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, তবে এই পর্য্যন্ত বলাযায় যে একাকী বাস অপেক্ষা একান্নবর্ত্তী পরিবার অনেকাংশে ভাল।

শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, জা, ননদিনী, দেবর স্বামী প্রভৃতিকে লইয়াই সাধারণতঃ সংসার, বালিকাগণ এই কয়টীকে স্বায়ত্ব করিতে পারিলেই তাঁহার সুখ অক্ষয়। কিন্তু

না পারিবে কেন? চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য এ জগতে কিছুই নাই।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে তবে রমণী-গণের শ্বশুর শ্বাশুড়ী প্রভৃতির প্রতি ভালবাসা অন্তরের ভালবাসা নহে, চেষ্টার ভালবাসা। আমরা বলি প্রথমতঃ বস্তুতই তাহা তাই, একদিনে কে কাহার আপনার হয়? একবার মন্ত্রপাঠ করিলেই বা কে স্বামীকে একেবারে অক্ষয় ভালবাসায় ভালবাসিতে পারে? তবে প্রথমতঃ মনে একপ্রকার ভালবাসিবার প্রবৃত্তি জন্মায়, তাহারই ক্রমিক উত্তেজনায় তাহা প্রকৃত মনের—অন্তরের ভালবাসায় পরিণত হয়, এই রূপেই সংসারের ভালবাসা।

বালিকারা শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে আপন পিতা মাতার ন্যায় দেখিবেন, কিন্তু পিতা মাতার প্রতি তিনি প্রকাশ্যে যতটুকু স্নেহ যত্ন দেখাইতেন, ইহাঁদিগকে তদপেক্ষা অধিক দেখাইবার চেষ্টা করিবেন, পুত্র কন্যার শত দোষ পিতা মাতার নিকট মার্জ্জনীয়, কিন্তু শ্বশুর শ্বাশুড়ীর নিকট নয়। দেবরকে আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায়, ননন্দ্‌কে ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ যত্ন করা বিধেয়।

বিবাহ বা দ্বিরাগমনের পর শ্বশুর আবাস আসিলে, নানা লোকে—বিশেষতঃ ননন্দ্‌ প্রভৃতিরা অনেক পরিহাস বিদ্রূপ করিয়া থাকেন, বালিকারা

পক্ষে তাহার প্রতিউত্তর না দেওয়াই কর্ত্তব্য। অনেক সময় এরূপ স্থলে রাগ বা অভিমানকে দমন করিতে হইবে।

শ্বশুবালয়ে বাসকালে পিতা মাতা কেবল মধ্যে মধ্যে কন্যার উদ্দেশ লয়েন, পিতৃভবন হইতে কোন লোক আসিলে অধীরা হইয়া বাচালতা দেখাইও না। তাহার প্রতি যত্ন দেখাইবার তোমার তাদৃশ আবশ্যক নাই, তোমার ননন্দ্ জা শাশুড়ী প্রভৃতিরা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, ববং যখন তোমাব ননদিনী, জা প্রভৃতি আত্মীয়াব পিতৃ বা শ্বশুব ভবন হইতে লোক জন তত্ব করিতে আসিবে, তখন তুমি তাহাদিগকে যত্ন করিয়া আপন অমায়িকতা এবং তোমাব ননন্দ্ জা প্রভৃতি আত্মীয়াগণের প্রতি তোমার ভালবাসা দেখাইতে পাব। ইহাতে আর এক ফল হইবে যে তোমার সেই আত্মীযেবা ভবিষ্যতে তোমার পিত্রালয় সমাগত লোকজনকে আরও যত্ন করিবেন। এই রূপে সকল কার্য্যে সকল সময়ে আপন অমায়িকতা দেখাইবে, এবং আপনি পরের হইয়া পরকে আপনার করিবে। সংসার পরকে লইয়া, সুতরাং পরকে আপনার করিতে না শিখিলে এ সংসারে কখনই সুখ পাইবে না।

গৃহকার্য্য।

অবস্থা ভেদে গৃহ কর্ম্মের তারতম্য হইয়া থাকে, কিন্তু সংসারে সকলেব অবস্থা সমান নহে, কাহারও হয়ত সুখের সংসার, কাহারও বা দুঃখের, কিন্তু সে জন্য বিষাদিণী হইয়া সংসারকে আবও দুঃখের করিতে চেষ্টা করিও না।

আধুনিক গৃহলক্ষ্মীগণের গৃহকার্য্যে কেমন এক প্রকাব বিরক্তি ও লজ্জা জন্মিয়াছে, তাঁহাবা গৃহকার্য্য করিতে বড়ই লজ্জিত। আপনি চিত্র পুত্তলিকাবৎ বসিয়া থাকিব, যদি কিছু কবি তাহা হইলে পশমের শ্রাদ্ধ করিব,—পাঞ্জা ছক্কাব প্রদর্শনী বসাইব,নযত কতকগুলি কুৎসিত নাটক নভেল পড়িয়াআপন রুচিকে অধঃপাতে দিব, আর গৃহকার্য্য শিশু পালন প্রভৃতি দাসীতে কবিবে।

ইহাতে প্রথমতঃ আপনাকে অকর্ম্মন্য করা হয়, দ্বিতীয়তঃ সংসারকে বিশৃঙ্খলা কবা হয়। আপনার সংসারে যাহার আপনার লক্ষ্য নাই তাহাব সংসারেব উন্নতি নাই, সুখ নাই, তাই বলি যাহার যেরূপ আবশ্যক, তাহার সেই রূপ গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।

যদিও তোমাকে রন্ধন কার্য্য করিতে না হয় তথাপি তুমি রন্ধন কার্য্য শিখিবে না কেন? নানাবিধ মিষ্টান্ন, নানা প্রকার মৎস্য মাংস পাক করিতে শিক্ষা কর, তোমার স্বামী তোমার রন্ধন কতআহ্লাদে তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে খাওয়াইবেন, যদি তাঁহারা তোমার রন্ধনকার্য্যের প্রশংসা করেন, তাহা হইলে তিনি যে কত পুলকিত হইবেন তাহা বলা যায় না। রন্ধন কার্য্য শিক্ষা করা লজ্জার কথা নহে, যাঁহারা তাহা ভাবেন তাঁহারা মহা ভ্রমে পতিতা। ইতিহাস পুরাণের কথা উল্লেখ করিলে কি জানি মহিলাগণ যদ্যপি অট্টহাস্য উত্থাপন করেন, তাই বলি আমাদের রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার দুহিতারাও কখন কখন স্বহস্তে পাকাদি করিয়া থাকেন, এবং ইহাতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হইয়া বরং আপনাদিগকে গৌরবিনী জ্ঞান করেন।

অধুনা আমাদের দেশে যেমন কতক গুলি বিলাসিতা প্রিয়া রমণী আছেন, তেমনি কতকগুলি কার্য্যরতা মহিলা আছেন, তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিহার করিয়া কেবল কার্য্য করিতেই ব্যস্ত। নিজের শরীরের প্রতি লক্ষ্য নাই, সন্তান সন্ততির প্রতি লক্ষ্য নাই, কেবল আনুরক্তি সাংসারিক বাজে কার্য্যে, আমরা ইহার প্রশংসা না করিয়া বরং নিন্দা করি। সংসারে বাহাদুরী লইতে বা সেকেলে

গোছের দুই একটী রমণীকে আপন ক্লেশ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া বাধ্য করিবার জন্য শরীর মাটী করা যুক্তি সঙ্গত নয়। পল্লীগ্রামে অনেক স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা কার্য্য কালে জল বৃষ্টি মানেন না। ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া জল পড়িতেছে এমত সময়ে হয়ত এক গোছা বাসন লইয়া মাজিতে বসিলেন, কিন্তু তাহাতে আপনার বা সংসারের যে কত অনিষ্ট হইল তাহা তিনি জানেন না, হয়ত তাহাতে তাঁহার শর্দ্দি হইল, তাঁহার সন্তানের সর্দ্দি হইল, তিনি দারুণ রোগাক্রান্ত হইলেন, অতএব এমন গর্হিত কার্য্য করা নিতান্ত অন্যায়, সাধ্যমত সাবধানতা ত্যাগ করা অকর্ত্তব্য। রমণীরা সময় বিভাগ করিতে শিক্ষা করুন, অর্থাৎ কোন সময় কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া লইয়া সকল কার্য্য করুন, তাহা হইলে সকল কার্য্যই করিতে পারিবেন, অথচ কোন কার্য্যেরই বিশৃঙ্খলা হইবেনা। আর এক কথা সংসারের উন্নতি করিতেই সংসারিক কার্য্য, যদি তোমার শরীর পতনে সংসারের ঘোর অনিষ্ট হয় তাহা হইলে আর তুমি তাহার কি উন্নতি করিলে?

যে সকল কার্য্য করিবে তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক, আপনি স্বয়ং যেমন পরিষ্কার থাকিবে, আপন কার্য্যগুলিও যেন সেই রূপ পরিষ্কার হয়। আপন শয়ন গৃহ আপন মনোমত করিয়া সাজাইবে, পরিষ্কার

পবিচ্ছন্ন বাখিবে। আপন শয্যা দাসীতে পাড়িয়া দিলেও তোমাব মনোমত হইল কি না দেখিয়া লইবে। দাস দাসীব দ্বাবা সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হয না, ঠিক না হইলে আপনি সে গুলিকে মনোমত কবিয়া লইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে।

আহাবীয় দ্রব্য দাস দাসীতে দিলে দেখিয়া আহাব কবা কর্ত্তব্য। আপনি যখন যাহাকে যে কোন দ্রব্য আহাব কবিতে দিবে তখন দেখিয়া দিবে। কোন প্রকাবে তাহাযেন অপবিষ্কাব না হয়,বা চুল বা কুটা না পড়িযা থাকে। স্বহস্তে যে সকল কার্য্য কবিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, তবে তত্ত্বাবধান কবা চাই। পাচিকা দুধ জাল দিতেছে, এমত সময তাহাতে একটী টিকটিকি পড়িল, কিন্তু পাচিকা গৃহিনী পাছে কিছু বলেন, এই ভযে হযত টিকটিকিটী শশব্যস্তে ফেলিযা দিযা সেই দুধই পান কবিতে দিল, দাস দাসীদিগেব দ্বাবা একপ নানা কার্য্য সাধিত হইযা থাকে। তাই বলি সকল কার্য্য তত্ত্বাবধান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

গৃহকার্য্য সুসম্পাদনেব নামই গৃহিণী পণা এবং যিনি সে সমস্ত সুসম্পাদিত কবিতে পাবেন, তিনিই গৃহিণী। যেমন নৌকাব কর্ণধাব, সৈন্যেব অধ্যক্ষ, তেমনি সংসারের গৃহিণী। গৃহিণী ব্যতীত সংসাব চলেনা।

যাহার সংসারের গৃহিণী ভাল তাহার সংসারের সুখ অতুল।

গৃহিণী বলিলেই যে নথ পরা, কোমরে কাপড় জড়ান, ভীতি সম্পাদিনী একটী কুল রমণীকে বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। আমাদের চারু হাসিনী নাটক নভেল উপ প্রিয়াও গৃহিণী, যিনি সংসার তরীর উপযুক্ত কাণ্ডারী তিনিই গৃহিণী। তবে যিনি স্বামীকে কর্ত্তা বানাইয়া আপনাকে জোর করিয়া গৃহিণী করেন, আমরা তাঁহাকে গৃহিণী বলিব না। হইতে পারে তিনি কর্ত্তার গৃহিণী, কিন্তু সংসারের গৃহিণী নহেন।

গৃহিণী বড় চৌকোশ স্ত্রীলোক ভিন্ন হয়না, তাঁহার সকল দিকে চক্ষু থাকা চাই, অল্পব্যয়ে কিসে সংসারের সাচ্ছন্দ সম্পাদিত হইতে পারে সেই দিকে যিনি লক্ষ্য রাখিয়া সুচারুরূপে স্বকার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত গৃহিণী পদ বাচ্যা। আমি পুরুষ যে ব্যয়ে তিন তরকারী ভাত খাই, তুমি যদি সেই ব্যয়ে আমাকে পাঁচ তরকারী ভাত তৃপ্তির সহিত খাওয়াইতে না পার তবে তুমি কিসের গৃহিণী?

পানগুলি আপনার বা আপনার লোক দ্বারা সাজাই ভাল, সে গুলি বাজে লোকে সাজিলে খাইতে ভালরূপ প্রবৃত্তি হয না। শয়ন কক্ষে অধিক দ্রব্যাদি রাখিয়া জঞ্জালবাড়াইবে না। গৃহদ্বার প্রভৃতি সততবেশ পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন রাখিবে। ব্যবহার্য্য বসন গুলি এক স্থানে বা স্থানে স্থানে জড় করিয়া না রাখিয়া বেশ স্তবে স্তবে সজ্জিত করিয়া রাখিবে। সংসার সুখ সাধনার স্থান, নয়ন মন যাহাতে পবিত্র থাকে তাহা করিবে, তাহা হইলে শরীরও ভাল থাকিবে। অলস হইবে না, আলস্য মহাদোষ, আলস্য পরবশ হইলে তুমি অনেক সুখ নষ্ট করিবে।

আমরা যে নাটক নভেল পাঠের বা উল বুনার নিন্দা করিলাম তাহা নহে, ভাল নাটক নভেল পাঠে ক্ষতি নাই, তবে দিবানিশি যে নভেলই পড়িতে হইবে এমন কি কথা? এ সংসারে কি নভেল পাঠ করা ভিন্ন আর কোন কর্ম্ম নাই? উল বোনার নিন্দা করি না, কিন্তু উল অপেক্ষা সাধারণ সূচীকার্য্য অর্থাৎ ছেলেদের জামা সেলাই, বালিসের ওয়াড় প্রভৃতি তৈয়ারি দ্বারায় সংসারের উপকার আছে, উলে কেবল অর্থব্যয়, বিশেষতঃ সকলের পক্ষে উল বোনার নেশা বড় অনিষ্টকর। পশমের কার্য্যে ব্যয়াধিক্য হয়।

———

শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী।

শ্বশুর শ্বাশুড়ি স্বামীর পিতা মাতা, সুতরাং কতদূর ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র তাহা উল্লেখ বাহুল্য। কুলবধূগণের শ্বশুর শ্বাশুড়ীগত প্রাণ হওয়া উচিত। কি করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিবেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক। তাঁহারা যে সকল খাদ্য প্রিয়, তাহা সযত্নে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। শ্বশুরের জল খাবার যত্ন করিয়া সাজাইয়া দিবে, এ সকল কার্য্য দাস দাসীগণকে করিতে দেওয়া অকর্ত্তব্য। তাঁহারা যে কার্য্য করিতে নিষেধ করিবেন, তাহা কদাচ করিবে না। বাল্যবস্থায় পিতা মাতার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে শ্বশুরালয়ে আসিয়া শ্বশুর শ্বাশুড়ীর প্রতি কোন অংশেই তদপেক্ষা ন্যূন শ্রদ্ধা ভক্তি করিবেনা। পীড়িত অবস্থায় তাঁহাদিগকে প্রাণপণ যত্নে সেবা শুশ্রূষা করিবে।

আধুনিক রমণীগণ মধ্যে অর্থশূন্য শ্বশুর শ্বাশুড়ি বা বিধবা শ্বাশুড়ির প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার বিপর্য্যয় পরিলক্ষিত হয়, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আপনি গৃহিণী হইয়া শ্বাশুড়ীকে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করা অপেক্ষা অধিক গুরুতর পাপ বোধ হয় আর নাই, যাঁহারা এরূপ প্রকৃতি সম্পন্না রমণী তাঁহাদিগের মুখাবলোকন করিলেও পাপ আছে।

আধুনিক নব্য যুবক সম্প্রায়কেও আমরা এসম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, তাঁহারা যেন স্ত্রীর কথায় সহসা মাতার বৈরী হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া স্ত্রী পুত্র কন্যাদি লইয়া সংসার না করেন। যে মাতার আশীর্ব্বাদে তিনি আজি কর্ম্মা, যাঁহার প্রসাদে আজি তাঁহার স্ত্রী পুত্র, সে মাতাকে পরিহার করা পশু ব্যবহার অপেক্ষাও হেয়।

রমণীগণ মনে করুন দেখি, যে যখন তিনি আপন পুত্রের স্কন্ধে পড়িবেন, যখন পুত্র কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইবার দিন আসিবে, তখন যদ্যপি তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহাকে পরিহার করিবার জন্য তাঁহার স্বামীকে অনুরোধ করে, বাধ্য করে,—তাহা হইলে তিনি কতদূর বিষাদিত হন। সেইরূপ মন সকলেরই, মাতাকে যে পুত্রের সহবাস পরিত্যাগ করিতে হয় ইহা কি কম দুঃখ। যে পুত্রকে কত কষ্ট কত যত্ন করিয়া মানুষ করিয়াছেন, আজ কিনা সেই পুত্র তাঁহার পত্নীর অনুরোধে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিবে, ইহা কি কম দুঃখ!

শ্বাশুড়ী বর্ত্তমানে পুত্রবধূর গৃহকর্ত্রী হইয়া উঠা উচিত নহে, তাহাতে তাঁহার মনে ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা। বধূ যত বড়ই হউন, শ্বাশুড়ীর পরামর্শ ব্যতিরেকে তাঁহার কোন কার্য্য করা অন্যায়।

অনেক কুলবধূ আজ কাল আপনি সাধের প্রাণে মোমের পুতুলটী সাজিয়া উল্ বুনিয়া, নাটক নভেল

পড়িয়া দিন কাটান, কিন্তু বৃদ্ধা শাশুড়ী সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন করেন, ইহা অতীব অন্যায়। যিনি শ্বাশুড়ীকে এরূপ দাসী ভাবে রখিতে প্রস্তুত, তিনি কোমলহৃদয়া বঙ্গমহিলা পদবাচ্যা হইবার উপযুক্ত নহেন, তিনি নারী দেহে রাক্ষসী।

স্বার্থপর হইলে এ সংসারে কোন কালে সুখ পাইবে না, যদ্যপি সংসারকে সুখের রম্য কানন করিতে চাও, যদি ইহ জীবনে মনে মনে সুখী হইতে চাও, তবে স্বার্থপরতা ত্যাগ কর, নতুবা কখনই সুখ পাইবে না। সুখ বাসনা অলিক স্বপ্ন মাত্র হইবে।

ভাশুর, জা, ননন্দৃ, দেবর।

ভাশুর স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং তিনি ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহাকে কখন তাচ্ছিল্য করিবেনা। শ্বশুরকে যেরূপ মান্য শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা উচিত, তাঁহাকেও তদ্রূপ করিবে।

ভাশুর-পত্নীকে ভক্তি করিবে। যদ্যপি তিনি সমবয়স্কা হয়েন, তাঁহার সহিত বেশ সখিত্ব থাকে, তথাপি তিনি ভক্তির পাত্রী, তথাপি তাঁহাকে মনে মনে ভক্তি করিতে হইবে। কখন তাঁহাকে কোন প্রকারে ভ্রুকুটি ভঙ্গি করিয়া কথা কহিবেনা, বা তাঁহার প্রতি রাগ করিয়া তাঁহাকে অপমানিত করিবে না। রাগ ও অভিমান দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু, অভিমান করা যাইতে পারে কিন্তু রাগ করা উচিত নহে। হিংসা অহঙ্কার প্রভৃতি কতকগুলি কদর্য্য বৃত্তি নারীহৃদয়ে স্থান পাইবার অযোগ্য, সেগুলিকে অতি ঘৃণা সহকারে ত্যাগ করিতে হইবে। সেগুলি হৃদয় অধিকার করিলে একান্নবর্ত্তী পরিবার মধ্যে বড়ই বিপদ। সে স্থলে সংসারিক সুখ লাভ প্রত্যাশা আকাশ কুসুম মাত্র।

দেবরকে আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করা কর্ত্তব্য, তাহারা ভগ্নীর নিকট যে সকল যত্ন প্রত্যাশা করিতে পারে, তাহা যেন তোমার নিকট পায়।

ছোট ছোট দেবরগুলিকে যত্নে আহার করাইবে, পরিচ্ছদাদি পরাইয়া দিবে, তাহাদের আব্‌দার সহ্য করিবে, এবং মাতার ন্যায় তাহাদিগকে লালন পালন করিবে। যখন তাহারা বিবাহিত হইবে তখন তাহাদিগের স্ত্রীগণকে আপন কনিষ্ঠা ভগীর ন্যায় স্নেহ করিবে।

ননন্দ্ তোমা অপেক্ষা অধিক বয়স্কা হইলে ভক্তির পাত্রী, কনিষ্ঠা স্নেহময়ী ভগীর সাদৃশ্য বিবেচ্য। সমবয়স্কা হইলে সুন্দর বন্ধুত্ব স্থাপিত হইতে পারে। সে বন্ধুত্ব বড় মধুর। ননন্দ্‌গণ সাধারণতঃ অধিক দিন পিতৃভবনে থাকিবেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ যত্ন রাখিবে।

অধিকাংশ বিধবা ননন্দ্ পিতৃ ভবনে বাস করেন, কেহবা অভাব হেতু, কেহবা সাধ করিয়া—সে অবস্থায় তাঁহাদিগকে অযত্ন করা নিতান্ত অন্যায়।

অনেক স্ত্রীলোক একান্নবর্ত্তী থাকিতে ইচ্ছা করেন না, অথচ সে কথা সহসা প্রকাশ করিতে না পারায় দেবর, জা, বা ভাশুর প্রভৃতির বিপক্ষে নানা কথা স্বামীকে লাগাইয়া তাঁহার মন ভার করিয়া দিয়া গৃহ বিচ্ছেদ করিয়া থাকেন। আমরা সে স্থলে রমণীগণকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা সেরূপ কার্য্য করিয়া মনো-মালিন্য স্থাপন না করিয়া বরং পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিভিন্ন হন। স্বামী যখন একরূপ ভাব

বুঝিবেন, তখন স্ত্রীকে বুঝাইয়া তাহা হইতে যদ্যপি বিবত করিতে পারেন তাহাই করিবেন, নতুবা সহজে বিভিন্ন হইবেন, কোনরূপ ঝগড়া ঝাঁটি কলহ দ্বন্দ্ব করিয়া একার্য্য না করা হয়, ইহাই কর্ত্তব্য ও বাঞ্ছনীয়।

বন্ধুর সহিত বাল্যকাল হইতে বৰ্দ্ধক্য পর্য্যন্ত বন্ধুত্ব থাকে, কিন্তু ভ্রাতার সহিত থাকেনা, ইহা কি কম দুঃখ! ভ্রাতা অপেক্ষা প্রিয় বন্ধু কি আর ইহ জগতে আছে? সামান্য স্বপ্ন পরিকল্পিত সুখ প্রত্যাশায় সেই বাল্যের স্নেহের প্রাণের ভাইগুলির সহিত মনোমালিন্য স্থাপন করিওনা, সে স্বর্গ সুখ হইতে বঞ্চিত হইওনা।

স্বামী।

রমণীগণের স্বামী অপেক্ষা প্রিয়পদার্থ ইহ জগতে আর কি আছে? যে ভাগ্যবতী স্বামী সুখে সুখী তাহার পক্ষে এ সংসার নন্দন কানন, এ পৃথিবী সুখ শান্তি নিকেতন। স্ত্রী ও স্বামীর যে প্রণয় তাহার নাম দাম্পত্য প্রণয়, এই প্রণয় মাত্র উপলক্ষ করিয়া কত লোক ইহ জগতের কবি হইলেন, কত লোক কত প্রকার প্রণয় পুস্তক লিখিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিলেন, কিন্তু সে প্রণয় কাহার? তাঁহারা কাহার সম্পত্তি কাহাকে দিতেছেন? সে প্রণয় রমণীর—সে প্রণয় পুরুষের। যাহাদের যুগল হৃদয় সেই প্রণয় সাগরে নিমগ্ন তাহারাই সংসারে সুখী।

স্ত্রীকে ভালবাসেনা এমন লোক ত দেখিনা, তবে অল্প বা অধিক। ভালবাসার মাখা মাখিতেই সুখ, রমণীগণ প্রেম ভিখারিণী, প্রণয় তাহাদের হৃদয়ের একটী অতি কোমল পদার্থ, তোমার কৃপণতা প্রকাশে সে আপন প্রণয় দানে বিরত রহিতে পারে না। কিন্তু তুমি স্বীয় প্রেমাধার বিস্তৃত কর, সেই রমনীর প্রেম-রাশি সযত্নে তথায় রাখিতে কৃত যত্ন হও, নতুবা সে পাগলিনীর মনের সুখ শান্তি হয় কই?

বিবাহ একটী পবিত্র সূত্র, সেই সূত্রে স্ত্রী পুরুষকে

আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যই তাহাদিগকে দাম্পত্য প্রণয়ে ভাসমান করা, তাহাদিগকে এক হৃদয় হইয়া সুখ সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে দেওয়া, তাহাদের দুইটী হৃদয়কে এক করিতে বলা। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষীয়দের এক বারও দেখা উচিত যে এ বিবাহে তাহাদের মত বা উৎসাহ আছে কি না। অনেক পিতা মাতা অর্থ লোভে আপন পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন, কিন্তু কি শোচনীয় যে তাঁহারা ভাবেন না যে তাঁহারা তাঁহাদের অতি প্রিয় পুত্র কন্যার কি ভয়ঙ্কর শাস্তি দিতে কৃত যত্ন। ঈশ্বর না করুন, যদ্যপি কালে তাহাদের পরস্পরের প্রণয় বদ্ধমূল না হয় তাহা হইলে তাহারা চিরদিন অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিবে, তাহাদের পক্ষে এ সংসার অতি ভয়ঙ্কর স্থান হইয়া উঠিবে, অন্তর্জ্জালা তাহাদিগকে চিরকাল জর্জ্জরিত করিবে। সেই কোমল হৃদয় যুগলের অন্তস্তল হইতে সুদীর্ঘ নিশ্বাস নিরন্তর প্রবাহিত হইবে।

সুন্দরী স্ত্রী সকলেই বাসনা করে, তবে কি কুৎসিত রমণীর বিবাহ হইবে না? হইবে, আপন চক্ষে যাহা সুন্দর তাহাই পৃথিবীর সুন্দর পদার্থ, কুৎসিত যদি আমার চক্ষে সুন্দরী হয়, তাহা হইলে কি সে সুন্দরী নয়? স্বামীর চক্ষে যে সুন্দরী সেই সুন্দরী, রমণীর অপরের নিকট সুন্দরী হইবার আবশ্যক নাই।

স্ত্রী পুরুষেব হৃদযগত বিভিন্নতায প্রণয়ের জমাট হয না। দেখিতে গেলে, সুধু সামাজিক নিযমে নহে, প্রাকৃতিক নিযমেব বশবর্ত্তী হইযাও বমণীকে পুরুষেব অধীন হইতে হইয়াছে, অতএব বমণীকে চেষ্টা করিয়া স্বামীব সহিত হৃদয মিলাইতে হইবে, নতুবা প্রণযে সুখ হইবে না, বমণীকে আপন মন যোগাইযা পুরুষেব মন লইতে হইবে, তবে পুরুষ তোমাব পূজা কবিবে, তবে উপাস্য দেবী বলিযা মানিবে।

এই তাপ দগ্ধ সংসাবে স্ত্রী আমাদেব জীবনেব অর্দ্ধাঙ্গিনী, সাংসাবিক সুখ সচ্ছন্দতা প্রভৃতি যাহা কিছু অতুল সুখ বলিযা গণনা কবা যাইতে পাবে, তাহা স্ত্রীতে নিহিত। অতএব সেই রমণীগণকে কিরূপে সুখেব সাথী কবিযা লওযা যাইতে পাবে, তাহা বিবেচনা কবিযা দেখা উচিত। আজ কাল যে সভ্যতা যে উন্নতি, ভাবতে প্রবিষ্ট হইযাছে, তাহা সাধাবণ" শিক্ষা প্রভাবে। যাহাব ক্ষমতা আছে-সেই আপন সন্তানকে শিক্ষাদিতে তৎপব। যখন শিক্ষাব নিন্দা কবা যাইতে পাবে না, তখন স্ত্রী শিক্ষা অন্যায় কি কবিয়া বলিব? স্ত্রীশিক্ষা প্রভাবে স্ত্রীগণেব মন উন্নিত কবা হয়,তাহাদিগকে সমধিক ধর্ম্ম ও নীতি দ্বাবা আবদ্ধ কবা হয়। মানসিক ভাব ও জ্ঞান সমান না হইলে দাম্পত্য প্রণযেব পরিপুষ্টি হয না, সুতবাং স্বামী পণ্ডিত

ও মূর্খ স্ত্রীতে প্রণয় হওয়া অসম্ভব। অনেকে স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী। তাঁহাদের মতে শিক্ষা দিলে স্ত্রীগণ অসচ্চরিত্রা হইয়া যায়। অত্যন্ত জেঠামো শিখিয়া "জেঠাই মা" হইয়া উঠে। বস্তুত এ কথায় বিন্দুমাত্র সারবত্তা নাই। শিক্ষা প্রভাবে রমণীগণ কুপথ হইতে সুপথে আসিবে, ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে। শিক্ষায় যখন কুফল ফলে না, তবে কুশিক্ষার বা অজ্ঞতায় কুফল ফলিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আজি কাল অনেক স্ত্রীলোক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন, কিন্তু তাহাতে কি কুচরিত্রার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে? তবে যেমন কোন শিক্ষিত পুরুষেও চুরী প্রভৃতি অসৎ কার্য্য করে, সেই রূপ দুই এক জন শিক্ষিতা রমণী কুকার্য্যে লিপ্তা হইলে, শিক্ষার প্রতি কখনই সে দোষ অর্পিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা সকলের মন কখনই সমান নহে, কোন রমণী শান্ত প্রকৃতি সম্পন্না, কেহ বা মুখরা। শিক্ষা প্রভাবে বরং তাহার সাম্য হইতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধি অসম্ভব। অনেক পল্লীগ্রামে অনেক রমণী আছেন, যাঁহারা অশিক্ষিতা অথচ—জেঠাই মা। গ্রামে কাহারও জামাতা আসিলে তাঁহারা অগ্রে নিধুর টপ্পা শুনাইবার বাসনা লয়েন, আমরা বলি ইহা কুশিক্ষার ফল, অজ্ঞতার ফল। শিক্ষা প্রাপ্ত রমণী মধ্যে এরূপ বাচালতা এক

প্রকার অসম্ভব। তাহারা সদাসৎ জানিয়াছে, উচিত অনুচিত বুঝিয়াছে। তাই বলি রমণীদিগের শিক্ষা দেওয়া জ্ঞানীর কর্তব্য কর্ম্ম।

সাধারণতঃ হিন্দু রমণীগণের উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হয় না। নয় দশ বৎসর বয়ক্রমের সময় যখন তাহাদের পরিণয় হয়, তখন তাহারা আর শিক্ষার সময় কখন পায়? বার তের বৎসরে মাতা হইয়া শিক্ষার প্রতি আস্থা কমিয়া যায়। রমণীগণের বিবাহের পর আর শিক্ষার প্রশস্ত উপায় থাকেনা, অন্তঃপুরবর্ত্তিনী হইয়া পড়ে, আর শিক্ষারও শেষ হয়। বিবাহের পর বাটীতে শিক্ষিকা রাখিয়া শিক্ষা করা সকলের সাধ্যা-যাত্তও হইয়া উঠে না। ঐ সময় স্বামীগণের শিক্ষা প্রদান করা সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হওয়া বিধেয়, কিন্তু এখনও তাঁহারা তদ্বিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করিতেছেন।

এখনও স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী ভাল পুস্তক অধিক নাই, তাহাদের আধিক্য হওয়া আবশ্যক। স্ত্রীগণ বিশেষতঃ বালিকারা যাহাতে কুৎসিত নাটক নভেল না পড়ে, তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। বটতলার বরপুত্রেরা যে সকল পুস্তক ঘাড়ে করিয়া বেড়ান, রমণীগণ যাহাতে কৌতুহল পরবশ হইয়া দাসী দ্বারা সেই সকল পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ না করেন, তাহ

করা কর্ত্তব্য। শিক্ষায় কুশিক্ষা প্রবেশ করিতে না পারে তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়া সম্পূর্ণ বিধেয়।

হয়ত অনেক রমণী বলিবেন যে এরূপ সতর্কতা এক প্রকার জুলুম। আপনারা বসের হাসি হাসিয়া নাটক নভেল লিখিবেন, আর আমরা কি ছাই পড়িতেও পাইবনা। আমরা বলি পুরুষ অধঃপাতে যাইতেছে বলিয়া কি রমণীগণকেও যাইতে হইবে? রমণী ভিন্ন এ সংসারে আমাদের আর কে আছে? তাঁহাদের কোমল সুন্দর প্রকৃতি অবিকৃত না থাকিলে পুরুষের তাপ দগ্ধ হৃদয় কিসে জুড়াইবে? যে নাম মুখে আনিলে দুর্নিবার রোগ শোকের দুর্ব্বিসহ যাতনাও প্রশমিত হয়, যাহারা সেই নিঃস্বার্থ স্নেহ সম্পন্না জননীর জাতি, এক বৃক্ষে লতারূপে গজাইয়া যে স্নেহ বন্ধন আজীবনে ছিঁড়িতে পারিনা, যাঁহারা সেই অতুল স্নেহ সম্পন্না ভগিনীর জাতি, আর যাঁহার কণামাত্র কটাক্ষ কিরণে, প্রাণ সকল জ্বালা ভুলিয়া যায়, যাঁহারা সেই হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর জাতি আমরা প্রাণ থাকিতে তাঁহাদের অধঃপতন দেখিতে পারি না।

শিক্ষার সহিত স্ত্রীগণের নীতি শিক্ষাও পাওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু পুরুষ তাহাতে মনযোগী হইবেন কি? অনেক রমণী হয়ত এক প্রকার চলন সই শিক্ষা পাইয়াছেন, অনেক নাটক নভেল পাঠ করিয়াছেন,

কিন্তু নাটক নভেল পাঠের উদ্দেশ্য অতি অল্প রমণীই বুঝেন, স্বামীগণ তাঁহাদিগকে সে শিক্ষা দিবেন কি? কেবল সুখের হাসি হাসিলে চলিবে না, সুখের তরঙ্গে ভাসিলে হইবে না, স্ত্রীকে প্রকৃত অর্দ্ধাঙ্গিনী করিতে পুরুষ চেষ্টা করিবেন নাকি?

পণ্ডিত স্বামীর পক্ষে মূর্খ স্ত্রী বড় ক্ষোভের কথা, সাধারণতঃ রমণীগণকে চলন সই লেখা পড়া শেখান কর্ত্তব্য। সংসারের হিসাব পত্র রাখা, স্বামীকে পত্র লেখা, বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া রমণীগণের কর্ত্তব্য কার্য্য, সে সকল কার্য্যে লেখা পড়া জানা থাকিলে তাঁহাদের বিশেষ উপকার আছে। বস্তুতঃ শিক্ষায় রমণীগণকে সমধিক ধর্ম্মরতা ও হিতাহিত বিবেচনা শক্তি সম্পন্না করে, অতএব আমরা স্ত্রী-শিক্ষার বিপক্ষে কোন কথাই কহিব না। স্বয়ং ভগবান্ মনু বলিয়াছেন 'কন্যা প্যের পালনীয়া শিক্ষ নিয়তি যত্নতঃ।'

স্বামীর ভালবাসা রমণীদের অতি প্রার্থনীয় বস্তু, সে ভালবাসা যে না লাভ করিতে পারিল, তাহার পক্ষে এসংসার নরক তুল্য। সেই ভালবাসা লাভ করা না করা রমণীগণের হাত, রমণীগণ অল্প চেষ্টা করিলেই যখন তাহা স্বীয় আয়ত্ত করিতে পারেন, তখন কেন সে চেষ্টা না করিবেন?

রমণীগণকে স্বামীগণের মন যোগাইয়া কার্য্য করিতে হইবে। স্বামী যাহা ভালবাসেন, তাহা করিবে, স্বামী যে কার্য্য করিতে নিষেধ করিবেন তাহা কদাচ করিবে না। তুমি অবিরত তোমার পবিত্রতাময়ী প্রেমপূর্ণ অতুলনীয় হৃদয়ের প্রেম উৎসের মুখ খুলিয়া দিবে, তাহা অবাধে আপন ইচ্ছায় উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার মনোমোহিনী শৈত্যগুণে তোমার স্বামীহৃদয় স্নিগ্ধ করিতে থাকুক।

স্বামীর অমতে বা অজ্ঞাতে অপর পুরুষের সহিত কথা কহিবে না, আপন মনোহর লজ্জাকে জলাঞ্জলী দিবে না, স্বামী তোমায় যে বেশে দেখিতে ভাল বাসেন, যে অলঙ্কার পরিলে ভাল বলেন, তাহাই পরিবে। তাঁহারি মনের মত কার্য্য করিতে কদাচ কুণ্ঠিত হইবে না।

স্বামীর বন্ধু বান্ধব দিগকে বিশেষ যত্ন করিবে, তাঁহারা তোমার বাটীতে আসিলে কখন বিরক্ত হইবে না। তিনি যাঁহাদিগকে ভালবাসেন, তুমিও তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে শিক্ষা ও চেষ্টা করিবে।

অনেক রমণী প্রথমতঃ স্বামী প্রেমের উপযুক্ত পাত্রী হইয়াও আবার হয়ত তাহা হইতে বঞ্চিতা হইয়া নিদারুণ মর্ম্মজ্বালা সহ্য করেন। এ দোষ স্বামীর নয়—রমণীর। নব বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যেরূপ বাহ্যিক যত্নও

ভালবাসা থাকে, অধিক ঘনিষ্ঠতা ও পুনঃ পুনঃ মানসিক পরিতৃপ্তিতে কালে তাহার লাঘব হয়, কিন্তু আন্তরিক যত্ন বা ভালবাসার বিন্দু মাত্র ব্যত্যয় হয় না। অধিকাংশ মানিনী রমণী স্বামী-হৃদয়গত একরূপ বিসদৃশ ভাব দর্শনে অস্থির হইয়া দিক্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া স্বামীর সহিত অন্যায় কলহ আরম্ভ করিয়া তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসিনী হইয়া পড়েন, এবং দিন দিন হৃদয় মধ্যে রাগ ও মানকে আশ্রয় প্রদান করিয়া স্বীয় কমনীয় হৃদয়কে বিকৃত করিয়া বসেন। কিন্তু ইহাতে সুফল ফলে না, রমণীগণ যাহা আশা করেন তাহার বিপরীত ফল হয়। স্বামী হৃদয় ক্রমশঃ বক্র ভাবাপন্ন হইয়া যায়, তাই বলি, যত পার রাগ ত্যাগ করা চাই—রাগই ভবিষ্যত মানসিক বিচ্ছেদের মূল, অতএব মানিনীগণ সাবধান, যেন মান ক্রমশঃ রোষে পরিণত না হয়।

স্বামী কোন প্রকার গর্হিত কার্য্য করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার জন্য তিরস্কার করিবে না, সময় বুঝিয়া সে কথা উত্থাপন করিবে, এবং তিরস্কারের পরিবর্ত্তে আপন দুঃখ প্রকাশ করিবে।

সতত অভিমান রাগ বা ক্রন্দন করিবেনা, যে বড় অভিমানী তাহার অভিমানের এত আদর নাই—অভিমান একেবারে ত্যাগ করিতে না পার সময় বুঝিয়া

করিও, কিন্তু তাহা যেন অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, আবার মৃদু হাসিয়া অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া সে মান ভাঙ্গিবে. তাহাতে যে সুখ তোমার গম্ভীর বদন মণ্ডল দেখিয়া তোমার স্বামীর কখনই সে সুখ নাই. তোমার সহাস্য বদন মাধুরী দেখিয়া তোমার স্বামী যে সুখে সুখী হই-বেন, সে সুখ তোমার অভিমান ভরা পরিম্লান বদনদ্যুতি দর্শনে কখনই হইবে না।

স্বামীর কোন দোষ দেখিলে রমণীগণ যেন তৎ-ক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধানে যত্নপর না হন. বহুদিনের দোষ এক দিনে যায় না, বৃক্ষমূল ছেদন করিলেও, তাহার শাখা প্রশাখা পত্রাদি এক দিনে শুকায় না। দোষ দূরিকরণের উপায় কলহ দ্বন্দ অভিমান বা রাগ নহে, ইহাতে স্বামী হয়ত সে দোষ আর করিবেন না বলিয়া শপথ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা তাঁহার হৃদয়ের কথা না হইতে পারে, তিনি হয়ত গোপনে সে দোষ করিতে পারেন। তবে কি করিবে? উপযুক্ত সময়ে— যখন দেখিবে তোমার স্বামী তোমার প্রতি প্রেম পূরিত লোচনে চাহিয়া আছেন, যখন দেখিবে সে তাঁহার হৃদয় প্রীতির পূর্ণোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসিত. তখন মধুর আবেগ ভরে আপন মনের কথা বলিতে পারিবে না, তাঁহাকে কোন প্রকারে তিরস্কার না করিয়া আপন দুঃখ জানাইতে পারিবে না কি? সেই ইন্দিবর তুল্য মানসহারী নয়ন

হইতে দুই এক বিন্দু বারি কি আপনা হইতে পড়িবে না? পাষাণ হৃদয় স্বামী কি বিকলিত প্রাণে সে জল মুছাইবেন না? আপন অনুশোচনায় অপনি দগ্ধ হইবেন না? এক দিবসে না হয় পাঁচ দিনে হইবে, তজ্জন্য চিন্তিত হইওনা, অধীরা হইওনা, অকস্মাৎ ক্ষীপ্র হস্তে কোন কার্য্য করিও না।

অনেক অভাগিণীর মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত স্বামী আছেন, আমরা কেবল মাত্র তাঁহাদিগকে স্বামীপ্রতি সমধিক অনুরাগিনী হইয়া যাহাতে আপন হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণকে সে সকল কুৎসিত কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারেন তৎচেষ্টা করিতে বলি যেন "বিষস্য বিষমৌষধং" মনে না করেন।

পুরুষগণের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে তাঁহার স্ত্রীর চরিত্র যদ্যপি মন্দ হয় তাহা হইলে তাঁহার হৃদয় যেমন ব্যথিত হয়, তাঁহার চরিত্রের দোষ দর্শনে তাঁহার স্ত্রীরও তেমনি হয়। অবলা হয়ত সকল সময় সকল কথা বলিতে পারে না, তাহার মনের দুঃখ মনেই রহিয়া যায়, কিন্তু তাহার অন্তরে অতি গোপনে যে শত সহস্র বৃশ্চিক অবিরত দংশন করিয়া তাহাকে আকুল করে তাহা নিশ্চয়।

আধুনিক রমণীগণের লজ্জা পূর্ব্বতন বঙ্গ-ললনাগণ অপেক্ষা অনেক কম। পূর্ব্বে যে সকল রমণী চারি পাঁচ পুত্রের মাতা হইয়াও দিবসে স্বামীর সহিত কথা কহিতে

সাহসিনী হইতেন না, লজ্জায় বদন অবনত হইত, এখন সেই রমণীরাই আবার মাতা হইবার পূর্ব্ব হইতেই স্বামীর সহিত দিবসে কথা কহা দূরে থাকুক, প্রকাশ্যে শাশুড়ীর সাক্ষাতেও কথা কহিতে লজ্জা বোধ করেন না, এ সকল পাশ্চাত্য সভ্যতার দোষ বা গুণ, যাহাই হউক এ সকল প্রথা বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে, ভবিষ্যতে আরও হইবে, সুতরাং তাহার প্রতিবন্ধকতা সাধনার উপায় নাই, এ সকল বিষয়ে রমণীগণের স্বামীর মত লইয়া তাঁহার অভিপ্রায় মত কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

সংসার করিতে হইলে যত সাবধান হইয়া চলনা, যেমন কেন চতুর হওনা, দাম্পত্য কলহ কখন না কখন হইবেই হইবে। সে কলহ হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই—অতি সামান্যতর কলহের পর মিলন বড় মধুর, তা বলিয়া রমণীগণ যেন মিলনের মাধুরিমার আশায় স্বামী সহ কলহ করিয়া না বসেন। এ কলহকে আহ্বান করিতে হয় না, অতি সতর্ক ভাবে প্রণয় সাগরে অনন্ত সুখে ভাসমান অবস্থায়ও এই কলহরূপী তরঙ্গমালায় তরঙ্গায়িত হইতে হয়। সুতরাং ইহার আদরের আবশ্যক নাই। মানিনী রমণীগণ সাধারণতঃ এই দাম্পত্য কলহ প্রিয়, আমরা মানিনীগণকে বড় ভয় করি। যখন কলহ অবশ্যম্ভাবী তখন স্বামীগণকে একটী কথা বলা আবশ্যক, এ কলহ যাহাতে অধিকক্ষণ স্থায়ী না হয়

সে বিষয়ে সতর্ক হইবেন, রাত্রে কলহ হইলে তাহার মিলন না হওয়া পর্য্যন্ত নিদ্রা যাওয়া অকর্ত্তব্য। দিবসে কলহ হইলে শেষ হইয়া আবার সেই মধুর আস্যে হাসির লীলাময়ী লাবণ্যলীলা না দেখিয়া অন্যত্র যাওয়া অকর্ত্তব্য। মানিনীগণ তাঁহাদের মান বজায় রাখিতে হিতাহিত জ্ঞান শূন্যা হইয়া উঠেন, সুতরাং তাহাদের তখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান থাকে না। এই ক্ষণিক রোষের বশবর্ত্তিনী হইয়া কত অভাগিনী যে তাহার স্বামীকে চির জন্মের মত কাঁদাইয়া অনন্তধামে গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই বলি, এ সময় স্বামীগণ সাবধান হইবেন। তিনিও যেন আপন জেদ বজায় রাখিতে পাগল না হন, তরলমতী রমণীর সহিত প্রতিযোগিতা স্থাপনে কৃতযত্ন হইয়া আপন অসারতা প্রকাশ না করেন। রমণীর অতুল ভালবাসা তোমার হৃদয়ে আছে কি? তাহার দয়া, মায়া, স্নেহ, হৃদয়গত তেজ সহিষ্ণুতা তোমার আছে কি? কখনই না, তবে কেন তাহাদের সেই সামান্য অভিমানের প্রতিযোগীতায় রত হইবে ভাই? কিন্তু তাই বলিয়া রমণীগণ যেন সুযোগ না খুঁজেন। মানময়ী শ্রীরাধে হইয়া না উঠেন।

সংসার যাত্রা।

যে বিবাহিত সেই সংসারী, ছোট হউক বড হউক তাহার একটী সংসার হইয়াছেই, হইয়াছে। পরম প্রীতি-ভাজন স্বামী সুখে সুখিনী হইয়া রমণীগণের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। কি করিয়া সংসারের সুখ বৃদ্ধি হয় তৎবিষয় গৃহিণীকে বুঝিতে হইবে। সংসার করিতে গেলেই অর্থের প্রয়োজন, তবে সকলের স্বামী যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনে ক্ষমবান হইবেন তাহা অসম্ভব, যাঁহার যেরূপ আয় তাঁহার তদ্দ্বারাই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, কিন্তু যে গৃহিণী অল্প আয় সত্ত্বেও সংসারকে সুখাস্পদ করিয়া তুলিতে সক্ষম, তিনিই গৃহিণী, আমরা সরল মনে পুলকিত চিত্তে তাঁহার গৃহিণী-পণাকেই ধন্যবাদ দিয়া থাকি।

বিস্ফারিত বদনা সংসারে অর্থের এত প্রয়োজন যে কিছুতেই তাহার কুলান হয় না, আর বৃদ্ধি সহকারে গৃহস্থের অজ্ঞাতে কোথা হইতে যেন ব্যয়ও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, গৃহিণী পটু না হইলে কিছুতেই সঙ্কুলান হইয়া উঠে না। সংসারিক কত প্রকার বাধা বিপত্তি আছে তাহার ইয়ত্তা নাই, সেই জন্য সকলেরই কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য।

সাংসারিক ব্যয় বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হয় তাহারই নাম

সঞ্চয়, সে সঞ্চয় নানা লোকে নানা রকমে করিয়া থাকেন,কেহবা ভূসম্পত্তিতে,কেহবা কোম্পানির কাগজে কেহ বা অন্য কোন প্রকারে সে অর্থ ব্যবহার করিয়া অর্থ সঞ্চয় করেন, আবার কেহবা গৃহিণীর গহনা লইয়াই পাগল। গহনা গড়ান আমরা মন্দ কথা বলিনা, অনেকে বলিতে পারেন, যে টাকা আবদ্ধ রাখিয়া ফল কি? আমরা বলি আছে,—যদি দুখানি গহনা পাইলে তোমার প্রণয়িনী সন্তুষ্ট হন, তাহা তুমি না দিবে কেন? আর অভাবের সময় সোনা রূপার গহনা যত শীঘ্র কাজে আইসে তেমন আর কিছুই নয়, সেই জন্য গহনা গড়ান ভাল, তবে অধিক আবশ্যক নাই।

এই গহনা লইয়া অনেক স্ত্রী স্বামীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন, কিন্তু সেরূপ করা কর্ত্তব্য নহে। স্বামীকে বিপদে ফেলা স্ত্রীর অকর্ত্তব্য, তাঁহার ক্ষমতা হইলে তিনি না দিবেন কি? তাঁহার কি তোমাকে তোমার মনোমত বস্তু দিয়া সুখী করিতে সাধ হয় না?

এই খানে একটী কথা বলা আবশ্যক, এ সংসারে কতকগুলি স্ত্রীলোক আছেন, তাঁহারা গহনা খোর, গহনা তাঁহাদের স্বামী, পুত্র, বা প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলিলেও হয়—তাঁহারা গহনার জন্য পাগলিনী, এবং সময় সময় স্বামীকে গহনার জন্য অত্যন্ত উত্যক্ত

করিয়া থাকেন। এরূপ গহনাপ্রিয়তা এক প্রকার রোগ বলা যাইতে পারে। গহনায় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, যদ্যপি এই ধারণায় রমণীগণ অলঙ্কার প্রিয়া হন সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তাহা হইলে আবশ্যকীয় গহনা পাইয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতেন, গহনার বাক্স সাজাইবার বিশেষ আবশ্যক থাকিত না। যাহাই হউক অত্যাধিক অলঙ্কার প্রিয়তার আমরা কখনই পক্ষপাতি নহি।

স্বামীর কর্ত্তব্য স্ত্রীর সহিত সকল বিষয় পরামর্শ করিয়া কাজ করা, স্ত্রী যখন তোমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী তোমার সহধর্ম্মিণী, তোমার প্রাণসমা বন্ধু, তোমার ইহ জীবনের সুখতরী, তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, তখন তাহার অমতে কি তোমার কোন কার্য্য করা উচিত? নারী জাতীকে অপদার্থ ভাবিয়া তাহার সহিত পরামর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইওনা, স্ত্রীর ন্যায় হিতৈষিণী সরল বন্ধু ইহ জগতে আর নাই, তাহার কোমল প্রাণের সরল কথার তুলনা বেকনের সারবান প্রবন্ধেও নাই।

সাংসারিক সমস্ত ব্যয় স্ত্রীর সম্মতি ক্রমে করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে তিনিও তোমার অবস্থা বুঝিবেন, আর তোমায় অলঙ্কারের জন্য হয় ত তত পিড়াপিড়ী করিবেন না। যদি উপায় থাকে তাহা হইলে কিরূপে

ব্যয় করিলে আরও মিতব্যয় হয় তাহার উপায় বলিয়া দিবেন। আমাদের মতে সকল খরচ স্ত্রীর হাতে না দাও সংসার খরচ ইত্যাদি দেওয়া বিধেয়। আপন হাতে যে কার্য্য তুমি বুঝ না, যে ব্যযে তোমার কুলান হয় না, হয়ত স্ত্রীর হাতে খরচ থাকিলে সেই ব্যযে তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল চলিবে, তাই হয়ত শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন যে "স্ত্রী ভাগ্যে ধন।"

কার্পণ্য যেরূপ ঘৃণ্য, অপরিমিত ব্যয়ও সেইরূপ দোষার্হ। কোন বিষয়েরই আধিক্য ভাল নয়। সে সকল বিষয় রমণীতে যত বুঝিবে, পুরুষে কখনই তত বুঝিবেন না।

রমণীগণের বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক, অপরিস্কার থাকিলে শারীরিক নানা প্রকার পীড়া হয়, মন অপবিত্র থাকে। পরিস্কার কাপড় পরিলে, জামা গায়ে দিলে অনেক অশিক্ষিতা রমণী তাহাদিগকে "বাবু" বলিয়া উপহাস করেন। সে উপহাসে দৃক্‌পাত করিবার আবশ্যক নাই, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এক কথা আর বাবু এক কথা, এতদুভয়ে অনেক প্রভেদ। যে দেশের রমণীগণ লজ্জা নম্রতার জন্য প্রসিদ্ধ, তাঁহারা যে অর্দ্ধ উলঙ্গিনী ভাবে থাকিবেন ইহা আমাদের ইচ্ছা নহে। অনেক রমণী এরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করেন যে তাঁহাদিগকে উলঙ্গিনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বিশেষতঃ একখানি বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হয় না, অল্প মোটা কাপড ও জামা ব্যবহার করা সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

গৃহিণীর সকল বিষয়ে চক্ষু থাকা চাই, সকল কার্য্য পরের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, তাহা হইলে অপব্যয় হইবে। উত্তম রূপে হিসাব পত্র রাখা বিধেয়, এবং মধ্যে মধ্যে স্বামীকে সে হিসাব দেখাইয়া তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

দাস দাসী গণের প্রতি অবিশ্বাস করা অন্যায়, অথচ অধিক পরিমাণে বিশ্বাসও করা উচিত নয়। তাহা-দিগের প্রতি কখন কটুবাক্য প্রয়োগ করিবে না, মধুর বাক্যে যে কার্য্য হয়, সে কার্য্য তর্জ্জনে হয় না। দাস দাসী দিগকে সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করিলে তাহাদিগের প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও আস্থা কমিয়া যায়, যাহাতে তাহারা সুখে ও সন্তোষে থাকে, গৃহিণীর তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

অতিথি পথিক সমাগত হইলে যথা সাধ্য তাহা দিগকে সন্তোষ রাখিতে হয়। তাহাদিগের প্রতি কদাচ কটুবাক্য প্রয়োগ করিবে না। অভ্যাগত ব্যক্তিগণ সমাদরের সামগ্রী।

বঙ্গীয় ললনাগণ তাঁহাদের মধুর পবিত্র কোমলতার জন্য জগৎ বিখ্যাত, যাহাতে তাঁহাদের সেই পবিত্র গুণ

ঊক্ষত বহে তৎপ্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

গৃহ পালিত পশুপক্ষীর উপর দৃষ্টি রাখা চাই, তাহারা অবোলা, কোন কথা বলিতে জানে না, কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় যে তাহারা ক্ষুৎ পিপাসার তাড়না সহ্য করে, তাহা সকলেই অবগত, অতএব বাক শক্তিহীন শিশু সন্তান গুলিকে গৃহিণী যে রূপ যত্ন ও সতর্কতার সহিত প্রতিপালন করেন সে গুলির প্রতিও সেইরূপ যত্ন দেখাইতে বিস্মৃত হওয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরতার কার্য্য। তাহাদিগকে নিতান্ত দাস দাসীর উপর নির্ভর করিলে হইবে না, আপনাদিগেরও দেখা চাই। অধিকাংশ দাস দাসীরই সতত আপন ইষ্ট সাধনায় বিব্রত, কিন্তু তাহাদের সেই অর্থলিপ্সু পিপাসায় তোমার অনিষ্ট আছে, অতএব তাহারা যাহাতে তৎকার্য্যে কৃতকার্য্য না হয়, এমন করিতে হইবে।

স্ত্রী স্বাধীনতা।

রমণীগণ অল্প পরিমাণে শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেই স্বাধীনতা প্রয়াসিনী হইয়া উঠেন। স্বামী শিক্ষিত, তিনিও শিক্ষিতা, সুতরাং তিনি কেনই বা না স্বাধীন হইবেন? তাই বলি ইহা কুনীতির ফল, শিক্ষার ফল নহে। যখন কথাটা উঠে তখন দেখা যাউক রমণীগণকে সেই স্বাধীনতা কতটুকু দিলে সামাজিক বিশৃঙ্খলতা না হইতে পারে। রমণীগণ সাধারণতঃ ভীরুস্বভাব ও দুর্ব্বল, আপন রক্ষণাবেক্ষণ করিতে অক্ষম,সুতরাং পুরুষের অধীন। যখন স্বাভাবিক নিয়ম বলে পুরুষের নিকট এ অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে, তখন পুরুষের মতানুবর্ত্তী হইয়া যে রমণীগণের স্বাধীনতা গ্রহণ করা উচিত, তাহাতে সন্দেহ কি?

সতীত্ব গৌরবে আমাদের দেশীয় রমণীগণ অতুলনীয়া, আমাদের রমণীগণের সেই সতীত্ব নানা কারণে রক্ষা হইয়া থাকে। এক অল্প বয়সে আমাদের রমণীগণের বিবাহ হয়, ইহাতে অল্প বয়স হইতেই রমণীগণ স্বামী প্রাপ্ত হইয়া কুপ্রবৃত্তি প্রভৃতিতে মনোনিবেশ করিতে অবকাশ পায় না। দ্বিতীয় কথা, অন্তঃপুরে বাস,—অন্তঃপুরে বাস জন্য সচরাচর কাহার সহিত সাক্ষাৎ বা সম্প্রীত হয় না, কেহ সহসা রমণীর সবল

মনকে প্রলোভন দিতে পারে না। অল্পবয়স্কা যুবতী-গণের সাধারণতঃ নানা প্রকার বিপদ আশঙ্কা করিতে হয়, একে বালস্বভাব বশত তাহাদের বুদ্ধি চপল, তাহাতে পুরুষের সহিত বিশেষ ঘনিষ্টতা হইলে তাহাদের কোমল ও হিতাহিত বিবেচনাশূন্য মন তাহাতে বশীভূত হইতে পারে, কিন্তু অন্তঃপুর মধ্যে বহুপরিবার একত্রে বাস হেতু রমণীগণ সহসা সে সমস্ত রোগে আক্রান্তা হইতে পারেন না। সেই নিমিত্ত আমাদের বহু পরিবার একত্রে বাস বিশেষ উপকারী বলিয়া বিবেচিত হয়। যে পরিবারে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম, কিন্তু পুরুষের সংখ্যা অধিক, সে স্থলে রমণীগণের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। এ সকলের জন্য কতস্থলে যে কত প্রকার কুঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ বাহুল্য।

ইংরাজ, ফরাশি, ও আমেরিকানদিগের মধ্যে স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্বাধীন প্রণয় (Free love) অতিশয় প্রবল, এবং তাহাদের বিষময় ফলও দেশকে জর্জ্জরিত করি-তেছে। ঐ সমস্ত দেশে বহু পরিবারের একত্রে বাস প্রায় নাই, সুতরাং গৃহিণী ও দাসী লইয়া সংসার, সে সকল স্থলে গৃহিণীর একজন পুরুষ বন্ধু আসিলে দাসী য়ে সরিয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

সে যাহাই হউক, স্ত্রীলোকদিগের অবরোধে বাস

সর্ব্ববাদী সম্মত। তবে তাহাতেই কিছু স্বাধীনতা প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে অন্তঃপুরবাসও ছিল, অথচ স্ত্রীগণ স্বামীসঙ্গে যেখানে ইচ্ছা যাইতেন। স্বামী সমভিব্যাহারে তীর্থ পর্য্যটন, দেবারাধনা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই রমণীগণ প্রকাশ্যরূপে করিতে পারিতেন। তদ্ব্যতীত আরও অনেক কার্য্য যে তাহারা স্বামী সঙ্গে প্রকাশ্যরূপে করিতেন তাহার প্রমাণ পুরাণ ও সংস্কৃত নাটক ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মুসলমানদিগের ভারত অধিকারের অব্যবহিত পরেই ভারতে দুর্দ্দান্ত যবনদিগের অত্যাচারে অন্তঃপুর বাসের কঠোর নিয়ম দৃঢ়রূপে প্রবর্ত্তিত হয়। এখন সে অত্যাচার অনেক পরিমাণে গিয়াছে—সুতরাং আবার কতক স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। যে স্বাধীনতার প্রভাবে "মধুচন্দ্র" (Honeymoon) গত হইতে না হইতে—স্ত্রী ও স্বামীতে কারখৎ বন্দোবস্ত হয়, সে স্বাধীনতা আমরা দিতে চাহি না।

স্ত্রী বা স্বামী নির্ব্বাচনের (Courtship) সময়ে অবিবাহিতা যুবতী রমণী, অবিবাহিত যুবা পুরুষের সহিত নির্জ্জনে ভ্রমণ প্রভৃতি করিতে লাগিল, ইহা অনুমোদনীয় নহে। আমরা ইচ্ছা করি না যে, এরূপ স্বাধীনতা আমাদের রমণীগণ কখন প্রাপ্ত হইবে, আমাদের ইচ্ছা নহে যে ভারতের রমণীগণ তাহাদের সোণার

সংসার একরূপ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া নষ্ট করিবে। আমাদের ইহা কখনই ইচ্ছা নহে যে বঙ্গীয় কামিনীগণ স্বাধীনতা প্রভাবে তাহাদের পরম রমণীয় ব্রীড়াকে জলাঞ্জলি দিবে, আমরা আবার তাহাদের কোমল গালে লজ্জা জনিত রক্তাভ চিহ্ন (Blushing) দেখিয়া লজ্জা স্থির করিব।

প্রাচীন ভারতে যেরূপ স্ত্রী স্বাধীনতা ছিল, তাহাই প্রবর্ত্তিত হউক। স্বামীর সহিত স্ত্রী যথেচ্ছা যাইবে, স্বামীর বিশেষ বন্ধু বান্ধবের সহিত কথা কহিতে পারিবে, ইত্যাদি। এই স্বাধীনতাই যথেষ্ট, ইহার উপর অন্য কোন প্রকার স্বাধীনতা দিতে আমরা কুণ্ঠিত। কিন্তু ইহার প্রবর্ত্তন অতি সাবধান ও সহিষ্ণুতার সহিত করা আবশ্যক। নতুবা দুগ্ধ কুম্ভে এক বিন্দু বিষ প্রদান রূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। স্ত্রী স্বাধীনতা যে প্রচলিত হইবে তাহা নিশ্চয়। পূর্ব্বাপেক্ষা এখনকার রমণীগণ যে স্বাধীনা হইয়াছেন,তাহা কেনা স্বীকার করিবে ? পূর্ব্বেকার রমণীগণের অবগুণ্ঠণের ঘটা দেখিয়াছেন, আবার এখনকার রমণীগণের অবগুণ্ঠণে বীতস্পৃহা দেখুন। পূর্ব্বে গৃহে শাশুড়ি প্রভৃতি থাকিলে, পুত্রাদির মাতা হইয়াও রমণীগণ স্বামীর সহিত প্রকাশ্যে কথা কহিতে পারিতেন না, এখন আর তাহা নাই,—বালিকাই বাক্য আরম্ভ করে। শ্বশুরের ঠিকানায় স্বামীর নামে

পত্র লিখিতে লজ্জিত হয় না। কলের গাড়িতে অনেক স্ত্রীলোক যাতায়াত করে, এবং দিন দিন তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। কলিকাতার অনেক ভদ্রলোকের স্ত্রী-লোকেরাও থিয়েটার দেখিতে আসেন, সার্কাস (Circus) দেখিতেও যাওয়া হয়। এ সকল কি পূর্ব্বে ছিল? তাই বলি দিন দিন স্ত্রী স্বাধীনতা আপনা আপনি প্রবর্ত্তিত হইতেছে এবং হইবে, তাই বলি এই বেলা সাবধান হইয়া স্ত্রী স্বাধীনতা দাও। এখনও স্ত্রীগণ পুরুষের বাধ্য, একবার বাঁকিলে আর সোজা হইবে না। তখন বিষম বিপদগ্রস্ত হইবে। স্বাধীনতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিবে বটে, জগতে বিশেষ সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে বটে, কিন্তু সুখের পরিবর্ত্তে অন্তর্দাহ ঢুকিবে। সুধার পরিবর্ত্তে হলাহল পান করিবে।

গর্ভাবস্থা ও শিশুপালন।

আমরা বিবাহিতা রমণী মাত্রেরই সন্তান কামনা করি,—সন্তান ব্যতিরেকে সংসারের সুখ নাই, পুত্রহীন সংসার যেন মরুময়। সন্তান হইবা মাত্র রমণীর কোমল হৃদয় আর একটী বস্তুকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতে শিক্ষা করে, সকল ভুলিয়া সেই অভিনব বস্তুটীকে ভালবাসে। অনেকের ধারণা আছে যে সন্তান হইলে রমণীগণের স্বামীর প্রতি ভালবাসা কমিয়া যায়, কিন্তু তাহা অলীক, রমণীগণ তখন নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়া নূতন করিয়া নূতন বস্তুকে ভাল বাসিতে শিক্ষা করেন, তাহাতেই তাহাদের আগ্রহ বৃদ্ধি হয় মাত্র, কিন্তু পূর্ব্ব ভালবাসা পূর্ব্ববৎ রহিয়া যায়, বরং তাহা পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অল্প বয়স্কা রমণীর গর্ভ হওয়া ভাল নয়, তাহাতে সন্তানাদিও দুর্ব্বল হয় এবং প্রসূতিও ক্ষীণা ও নানাপ্রকার রোগাক্রান্তা হইয়া পড়েন, সেই জন্য বালিকা বয়সে যাহারা সসত্বা হন তাহাদিগের প্রতি বিশেষ সাবধান লইতে হয়।

সাধারণতঃ গর্ভাবস্থা অতি ভয়ঙ্কর সময়, যত দিন পর্য্যন্ত দুইটিতে স্বতন্ত্র জীবন প্রাপ্ত না হয়, তত দিন

নিস্তার নাই। এই সময়ে রমণীগণকে বিশেষ সতর্কতার সহিত থাকিতে হয়। গর্ভের প্রথমাবস্থায় সামান্য কারণেও গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। রমণীগণের এ সময় ভারি দ্রব্য তোলা,বা বিশেষ কোন শারীরিক ক্লেশ সাধ্য কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। সসত্ত্বা রমণীগণের যেমন অরুচি হয়, সেই রূপ নানা প্রকার আহারেও ইচ্ছা জন্মে,বিশেষতঃ অম্লে—তাহাদের মনোমত খাদ্য দেওয়া গৃহিণীগণের বিধেয়, সেই জন্য আমাদের দেশে গর্ভিণীগণকে সাধ ভক্ষণ করান প্রথা আছে।

ডাবের জল, আনারস প্রভৃতি কতকগুলি নিষিদ্ধ বস্তু গর্ভিণীগণকে খাইতে দেওয়া নিতান্ত অন্যায় তদ্দ্বারা গর্ভপাতের সমূহ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ কচি আনারস কাঁচা পোয়াতিকে কখনই দিতে নাই—যদি আনারস খাইবার নিতান্ত অভিলাষ হয়, তাহা হইলে উত্তম পাকা আনারস দুই এক খানি মাত্র খাওয়াই কর্ত্তব্য।

গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোক প্রায়ই অলস হইয়া উঠে, বিশেষতঃ প্রসবের দিন যত নিকট হইয়া আইসে ততই তাঁহাদের আলস্য বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু সে সময় একটু আলস্য ত্যাগ করা উচিত, নতুবা প্রসব কালে ক্লেশ হয়। সাধারণতঃ শ্রমজীবীদিগের মধ্যে যে রূপ সুপ্রসব পরিলক্ষিত হয় ভদ্র পরিবার মধ্যে প্রায়ই সে

রূপ দেখা যায় না, তাহার এক মাত্র কারণ তাহারা শ্রম শীলা।

গর্ভবাস্থায় মনকে প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করা বিধেয়, যাহাতে মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয় এমন গল্প শুনিতে নাই—সুখ পাঠ্য পুস্তক পাঠ করা বিধেয়। এসময় স্বামীগণের যাহাতে স্ত্রীর মন প্রফুল্ল থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। মাতার মনের পরিবর্ত্তনের সহিত গর্ভস্থ সন্তানের যে বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশে প্রসব গৃহের অতি কুবন্দোবস্তু, অপরিষ্কার গৃহে প্রসব হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। যে গৃহে সচ্ছন্দে শয়ন করা যায়, বা শয়ন করিতে প্রবৃত্তি জন্মে এমন গৃহে প্রসব হওয়াই বিধেয়।

প্রসবের পর রমণীগণকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত থাকা উচিত। এবং নবজাত শিশুকেও বিশেষ সাবধানে রাখিতে হয়। তাহার অঙ্গে যাহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে এমন করা উচিত। আমাদের দেশে যে ঝাল খাইবার প্রথা আছে তাহা উত্তম। শেক লওয়াও ভাল। যাঁহারা কাষ্ঠের শেক লইতে না চাহেন তাঁহারা গুলের শেক লইতে পারেন। মৃগনাভি প্রসবের পর ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়।

শিশু পালন বড় কঠিনকার্য্য, বিশেষতঃ এমন বালিকা

যাহারা আপনাকে আপনি পালন করিতে পারে না, তাহাদিগের পক্ষে শিশুপালন কিরূপ দুরূহ কার্য্য তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হয়। অনেক সময় এমন হইয়াছে যে মাতা হয়ত নিদ্রিতাবস্থায় শিশুর নাসিকায় আপন হস্ত সংস্থাপিত করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, এবং তাহাতেই সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে। অনেকে হয়ত শীতকালে এরূপ ভাবে লেপ মুড়ি দিয়া নিদ্রা গিয়াছেন যে নিদ্রাভঙ্গে দেখিয়াছেন তাঁহার নয়নানন্দ ননীর পুতলটী আর জীবিত নাই। এ সকল শোচনীয় ঘটনা কেবল মাত্র অনবধানতার জন্য ঘটিয়া থাকে।

শিশুর কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে কেষ্টার অয়লের জোলাপ দেওয়াই ভাল, ইহাতে কোন প্রকার অসুখ হয় না। পেটের অসুখ করিলে "বালাবেলশুঁটো"* খাওয়াইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

পেট কামড়ান শিশুদিগের বড় অসুখ, পেট কামড়াইলে সন্তান কেবল কাঁদিতেই থাকে কিছুতেই শান্ত হয় না, তদবস্থায় "আলুই"† খাওয়ান ভাল।

* বালা এক ডাল, বেল শুঁট খান তিন, মুত পাঁচটা অন্ন জোয়ান, তিনটী বড় এলাচের খোসা।—অর্দ্ধ সের জলে চড়াইয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইলেই "বালাবেল শুঁটো" প্রস্তুত হয়। তাহা দিনে তিন বার খাওয়াইবে।

† বাল্‌মেঘের পাতা, জোয়ান, মৌরি, বড় এলাচের খোসা

কাশী বা ঘুঙরি কাশী বালক দিগের বড় ক্লেশকর ও মারাত্মক ব্যাধি, অল্প সর্দ্দি হইবামাত্র তাহার প্রতি-বিধানে যত্নপর হওয়া বিধেয়। "কালা কর্পূর" ছেলে-দের সর্দ্দীর বেশ ঔষধ। ঘুঙরি কাশি হইলে পিপীলি-কার ডিম্বের রস ৩।৪ ফোটা এবং তিন চারি ফোটা মধুর সহিত বালককে দিনে ২।৩ বার খাওয়াইলে শীঘ্র আরোগ্য হয়। ‡

সর্দ্দীতে মুখ ভারি হইলে নাগদানার পাতার রস হস্তে মর্দ্দন করিয়া তাহা বালকের কপালে ও গালে প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

শিশু পীড়া সামান্য ঔষধে ত্বরায় আরোগ্য না হইলে তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত চিকিৎসকের সহায়তা লওয়া কর্ত্তব্য, আজ কাল নানা প্রকারের পুস্তক প্রকাশিত হই-য়াছে এবং নানাপ্রকার অজ্ঞ লোকে এই শিশু চিকিৎ-সার নানাপ্রকার ঔষধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমরা সাধারণকে সে সকল ঔষধপ্রয়োগ করিতে নিষেধ করি। শিশু চিকিৎসা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে,

---

লবঙ্গ, বাল্‌সার পাতা, কুলের কুঁড়ি,বেলের কুঁড়ি একত্রে বাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই "আলুই" প্রস্তুত হইল,তাহাই অল্প পরিমাণে স্তন দুগ্ধের সহিত ঘসিয়া খাওয়াইতে হয়।

‡ আম্রবৃক্ষে পিপিলিকারা সাধারণতঃ বাসা করে, এবং তাহাতে প্রচুর পরিমাণে বড় বড় ডিম্ব থাকে।

ইহাতে অনেক জ্ঞান ও বহুদর্শিতা আবশ্যক করে, এমন কি অনেক এসিস্টাণ্ট সার্জ্জনও শিশুদিগের ভাল রূপ চিকিৎসা করিতে পারেন না।

সন্তান অন্ততঃ তিন মাসের না হইলে তাহাকে মাতৃ দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার দুগ্ধ দেওয়া অকর্ত্তব্য, গাধার দুগ্ধও নয়। বিশেষতঃ গাধার দুধের একটি বিশেষ দোষ যে দুধ ছাড়াইবার সময় বালকের পেটের পীড়া হয়।

মাতৃদুগ্ধ পান করাই তিন মাসের কম বয়স্ক শিশু দিগের প্রশস্ত খাদ্য,যাহাতে মাতার প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত ও আবশ্যক। তাঁহাকে এমন খাদ্য দেওয়া উচিত যাহাতে তাঁহার দুগ্ধ হয়। অধিক পরিমাণে গো দুগ্ধ পান করান উচিত। †

যদ্যপি নিতান্তই মাতৃদুগ্ধের অভাব হয় তাহা,হইলে যাঁহাদের ক্ষমতা আছে তাঁহারা বালককে অপরের স্তন পান করাইবেন। বালক যাহার স্তন পান করিবে তাহা-রও সন্তানের বয়ক্রম যেন বালকের সমান হয়।

যাহার স্তন পান করিবে সে যেন কুখাদ্য আহার

---

† ১। তেঁতুলের আঠা অর্দ্ধ তোলা কাঁঠালি কলার মধ্যে পুরিয়া ২। ৩ দিন খাইলে স্তনে দুগ্ধ হয়।

২। ভুমি কুষাণ্ডের শিকড় রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া তাহার গুঁড়া অর্দ্ধ তোলা, আতপ চাউল অর্দ্ধতোলা এই একতোলা দুগ্ধের সহিত ৭ দিবস খাইলে অধিক দুগ্ধ হয়।

না করে। সাধারণতঃ দরিদ্র লোক ভিন্ন আর কেহ এরূপ কার্য্যে আইসে না, সুতরাং তাহাদের খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

যাঁহাদের সঙ্গতি কম, অথবা যেখানে ওরূপ সুবিধা নাই, সেখানে গাধার দুগ্ধ, বা অর্দ্ধেক গো দুধ ও অর্দ্ধেক জলে অল্প মাত্র চিনি বা মিছরির গুড়া দিয়া তাহা অল্প মাত্র সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ বালককে পান করান উচিত। বালকের পেটের পীড়া থাকিলে তাহাতে অল্প পরিমাণে অতি পরিস্কারচুনের জল দিয়া খাওয়াইলে উপকার হয়।

সন্তানকে সময় মত খাওয়ান আবশ্যক, অর্থাৎ শিশু কোন কোন সময়ে দুগ্ধ পান করিবে তাহার সময় নিরূপণ থাকা চাই। সন্তান কাঁদিলেই তাহাকে স্তন দিয়া সান্ত্বনা করিবার আবশ্যক নাই। স্নানেরও নির্দ্দিষ্ট দিন থাকা আবশ্যক। কত কষ্টে কত যত্নে যে সন্তান মানুষ হয়, তাহা যাঁহার সন্তান আছে তিনিই জানেন, কিন্তু এই সন্তান যদ্যপি বয়স্থ হইয়া পিতা মাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা না করে তাহা হইলে তদপেক্ষা আর কি দুঃখের বিষয় আছে? আর সেই নিষ্ঠুর সন্তান অপেক্ষা নৃশংস পশু ইহ জগতে আর নাই।

পুত্র, কন্যা।

গর্ভের ফল পুত্র কি কন্যায় পরিণত হইবে, তাহা বলা যায় না, যাহাই হউক তাহাই যত্নের ধন। অনেকে কন্যার নামে জ্বলিয়া উঠেন, কন্যা হয় ইহা তাঁহাদের ইচ্ছাই নহে, অধিক কি কন্যা প্রসবিনী মাতাও তিরস্কারের পাত্রী হইয়া উঠেন। জানিনা স্বয়ং মনু কোন গুণে কন্যা প্রসবিনী মাতাগণের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিতে লিখিয়াছেন,—

" সুরাপি ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা।।"

আমাদের মতে কেবল সন্তানই প্রার্থনীয় নহে, অন্ততঃ একটী কন্যাও হওয়া আবশ্যক, কন্যার তুল্য স্নেহময়ী ইহ জগতে আর কেহ নাই, কন্যা পিতার বড়ই আদরের সামগ্রী।

আধুনিক পুরুষগণের কন্যার প্রতি এতাদৃশ হতাদরের কারণ কি? কেবল তাহাদের বিবাহের ভয়ঙ্কারিতা। কন্যা হইবা মাত্র পিতাকে অকূল পাথারে নিপতিত হইতে হয়, তাহার ভাবি বিবাহ স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হইতে হয়।

আজ কাল কন্যা বিক্রয় প্রথা সভ্যতার বিমল জ্যোতিতে তিরোহিত হইতেছে বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে পুত্র বিক্রয় প্রবর্ত্তিত হইতেছে। বস্তুতঃ কন্যা বিক্রয়ের যে পাপ—যে দোষ, সমাজের যে অনিষ্ট, পুত্র বিক্রয়ে কি তাহা নাই?—সম্পূর্ণ আছে। অতএব আমরা আশা করি এই মহৎ অনিষ্টদায়ক প্রথা যাহাতে ভারত হইতে বিলুপ্ত হয় আমাদের শিক্ষিত ও স্বদেশহিতৈষী সম্প্রদায়মাত্রেই তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। কন্যার বিবাহ দিতে সর্ব্বশান্ত হইতে হয়, কিন্তু কন্যার বিবাহ দেওয়া সকলেরই ভাগ্যে আছে বা হইবে,সেই বিষয়ে দৃষ্টিরাখিয়া পরস্পরে শিথিলতা প্রকাশ করিলেই মঙ্গলের সম্ভাবনা।

বালক বালিকাদিগের বয়োপ্রাপ্তির সহিত জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তখন তাহারা জগতের যাবতীয় বস্তুর পদার্থ নির্ণয় করিতে ব্যস্ত, সকল বস্তুই হাতে করিতে, আস্বাদন করিতে তৎপর, মনের মত না হইলে ফেলিয়া দিয়া বিরক্তি প্রকাশ করে।

তোমার কাকাতুয়াপাখিটী যেমন একটী নূতন কথা শুনিতে তৎপর, তোমার শিশু সন্তানটী তদপেক্ষা কম নহে। এই সময়ে তাহাদের শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা করা পিতা মাতার কর্ত্তব্য,শিশুর কোন কার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করিতে নাই, তাহাদের কোমল হৃদয়ের উদ্যম ভঙ্গ করা অবিধেয়।

বালক বালিকারা একটু বড হইলে ক্রীডার ছলে তাহাদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া মাতার কর্ত্তব্য। সেই সময হইতে তাহাদিগের কোমল মনকে লেখা পড়ায নত করিতে প্রযাস পাইতে হয়। শিক্ষাকে যেন তাহারা ভবিষ্যতে ব্যাঘ্র বলিযা না জানে এমন করা কর্ত্তব্য। মন্দ বালক দিগের সহিত যাহাতে তাহারা মিশ্রিত হইতে নাপারে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

সন্ধ্যার পর সন্তানদিগের অঙ্গে কোন প্রকার আচ্ছাদন না রাখাই কর্ত্তব্য, বালকেরা বড আলোক প্রিয এবং সময়ে সময়ে আলোকের সহিত ক্রীডা করিতে করিতে আপন অঙ্গাচ্ছাদন দগ্ধ করিযা জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া থাকে। সন্ধ্যার পরই গৃহিণীদিগের কর্ত্তব্য—বালকদিগকে নিজের কাছে রাখা এবং অঙ্গের আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিযা দেওয়া। শত দাস দাসী থাকুক—তথাপি বিশ্বাস করিবে না। তোমার সন্তানটীকে তোমার যেমন যত্ন হইবে, সে রূপ কি দাস দাসীর হইবে? তাহারা হয ত ছেলেটীকে দাঁড করাইয়া তামাকু খাইবে, হযত বসিকা চাকরাণী বাহ্য জ্ঞান শূন্যা হইযা,কোন চাকরের সহিত দুটা রসের কথা কহিবে, সে সময়ে কি তোমার সন্তানকে তাহার মনে থাকিবে, সেই অবসরে বালক কি করিতে কি করিবে তাহা কে বলিতে পারে, এবং একপ ঘটনা বিরল নহে।

এই জুজু পরিপ্লাবিত বঙ্গে মাতা যেন পুত্রগণকে জুজুর ভয় না দেখান, অন্ধকারে যাঁহারা স্বয়ং দুই পা যাইতে হইলে চতুর্দ্দিকে জুজু দেখেন, তাঁহারা কেন যে সেই কোমলমতী বালক বালিকাগণকে জুজুর ভয় দেখান তাহা বুঝি না। সত্য বটে বালকেরা আহারে, পানে অনিচ্ছা বা চপলতা প্রকাশ করিলে মাতা জুজুর ভয় দেখাইয়া তৎকার্য্যে বিশেষ কৃতকার্য্য হন, কিন্তু এই সামান্য কার্য্যোদ্ধারের জন্য কি বালকের চিরজীবন ভয় সঙ্কুল করিতে আছে?

লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বালিকাগণকে সুচি, বন্ধন ও গৃহকার্য্য শিক্ষা দেওয়াও কর্ত্তব্য। বালক বালিকারা যাহাতে বাল্যাবস্থা হইতেই সভ্যতা শিক্ষা করে, যাহাতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে শিখে, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ভাল হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা চাই।

বালকেরা প্রায়ই দুরন্ত হয়, তাহা বলিয়া মাতার তাহাদিগকে দারুণ প্রহার করা অতীব অন্যায়, অধিক প্রহারে সন্তান সুবোধ না হইয়া সমধিক দুরন্ত হয়।

——

পুত্রবধূ।

পুত্রবধূ বড আদরের ধন, পুত্র হইলে পুত্রবধূ হইবে এ ধারণা স্বতঃ মাতৃহৃদয়ে উদিত হয়। আমরা পুত্রবধূর শ্বাশুড়ী প্রভৃতির প্রতি কি রূপ ব্যবহার করা উচিত তাহা উল্লেখ করিয়াছি, এখন শ্বাশুড়ীর পুত্রবধূর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা বিধেয় তদ্বিষয়ে দুই এক কথা বলিব।

দেখিতে গেলে কন্যা ও পুত্রবধূ একই বস্তু, সুতরাং কন্যাকে যেরূপ স্নেহ করা উচিত, পুত্রবধূকেও তদ্রূপ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। পুত্রবধূ পরের কন্যা, তাহাকে আপনার করিয়া তুলিতে হইবে, আপন অবর্ত্তমানে এই সংসার ভার তাহার স্কন্ধে সমর্পণ করিতে হইবে, সুতরাং তাহাকে আপনার করিয়া লওয়া চাই।

এক স্বামী স্নেহ রমণীগণের একান্ত স্পৃহনীয় বস্তু, তদুপরে যদ্যপি শ্বশুর, শ্বাশুড়ী ননন্দ্‌ প্রভৃতির স্নেহ যত্ন পায় তাহা হইলে কি আর তাহার সুখের সীমা আছে? একান্নবর্ত্তি পরিবার মধ্যে অনেক সময় এমন ঘটিয়াছে যে অতুল স্বামী স্নেহ পাইয়াও স্ত্রীগণ সুখী হয় নাই, দুই একটী কণ্টক তাহাদিগকে বিদ্ধ করিয়া আকুল করিয়াছে।

' শ্বাশুড়ীদিগের "বউকাঁট্‌কী" নাম বড় দুর্ণামের কথা. তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে তিনি এবং তাঁহার স্বামী এ সংসারের যে বস্তু, পুত্র এবং পুত্রবধূ ঠিক সেই বস্তু, তিনি এ সংসার রঙ্গাঙ্গনে যে অভিনয় করিতেছেন, তাঁহার পুত্রবধূ কালে ঠিক সেই অভিনয় করিবে,—তবে কেন পুত্রবধূর প্রতি নিষ্ঠুরতা করিবেন ?

একটী নূতন গাভি কিনিয়া আন, সে তোমার বাটীতে দুই এক দিন ভাল করিয়া খাইবেনা, একটি পক্ষী আন সে ২। ৪ দিন পড়িবেনা,তবে পরের কন্যা— যে বাল্যাবধি পরের যত্নে প্রতিপালিত, সে তোমার সংসারে সহজে সুখী হইবে কি ? এক দিনে এক দিক হইতে কখন কাহার প্রতি যত্ন হয় কি ? সময় চাই এবং দুই দিক হইতে যত্ন সম ভাবে চাই, সে যত্ন প্রধানতঃ শ্বাশুড়ীরই দেখান চাই,আপন কন্যার ন্যায় তাহাকে প্রতিপালন করা চাই, তাহাকে সম্পূর্ণভাবে আপনার করিয়া লওয়া চাই, তাহার পিতা মাতার স্নেহ অপেক্ষা অধিক স্নেহ দেখান চাই। তবে সে তোমার হইবে,দুদিন পিতৃভবনে থাকিতে পারিবে না, আপন সংসার আপন সংসার করিয়া ব্যস্ত হইবে, সংসার সুখের আস্পদ হইবে, তুমি প্রকৃতই একটী স্নেহময়ী কন্যা রত্ন পাইবে।

বঙ্গীয় রমণী কুলের তুল্য কোমল হৃদয় আর এ সসা-

গরা পৃথিবীর কোথাও যাই, সে কোমলতার যেন অপ-ব্যয় হয় না।

পুত্র বধুকে "খিট্ খিট্" করিতে নাই, বালিকা যদি কোন অন্যায় কার্য্য না বুঝিয়া করিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহাকে উপদেশ দিবে, আহা সে সরলাকে তিরস্কার করিও না। কন্যার কত স্নেহ, তাহা জননী বেশ জানেন, অতএব জননী হইয়া পরের কন্যা বলিয়া কি তিরস্কার করিবে?

আপন কন্যাটী তাহার শ্বাশুড়ী কর্ত্তৃক আদৃত হইলে তিনি কি সুখী হন না? অবশ্যই হন, সেইরূপ আপন পুত্রবধূটীকে যত্ন করিলে তাহার মাতা কত দূর পুলকিত হইবে, তোমার কত যশোগান করিবে, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? তোমার পুত্রবধূর প্রতি যত্ন দেখিয়া যদি তাঁহার হৃদয় থাকে তাহা হইলে তিনিও আপন পুত্রবধূকে ভাল বাসিতে, যত্ন করিতে, শিক্ষা করিবেন। পরস্পরের এই অত্যাবশ্যকীয় সহানুভূতির অভাবে সাংসারিক সুখের ব্যত্যয় হইয়া থাকে, অভিনসের তারতম্য হয়, এবং দর্শকেরও পরিতৃপ্তি হয় না, তাই বলি গৃহিণীগণ যেন পুত্রবধূর প্রতি কখন অন্যায় ব্যবহার না করেন, তাহারা মনের আনন্দে সুখে থাকিলেই সংসারের সুখ। তাহাদের সুখ দেখিয়া যদি তুমি সুখী হইতে না পার তবে তোমার জীবন বৃথা।

শ্বাশুড়ীর আর এক কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক. তিনি যখন বালিকা ছিলেন, তিনিও যখন একজনার নব পুত্রবধূ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রতি যদি তাঁহার শ্বাশুড়ী কোন কুব্যবহার করিতেন, চলিত কথার স্বার্থপরা "বউকাঁট্‌কী" হইতেন, তাহা হইলে কি তিনি-সুখী হইতেন? যদি তিনি সে যন্ত্রণা ভুগিয়া থাকেন, তাহাকে যন্ত্রনা বলিয়া জানেন, তাহার জন্য যদি কখনও নিভৃতে স্বামীর নিকট ক্রন্দন করিয়া থাকেন, সংসারকে যন্ত্রনা বলিয়া ভাবিয়া থাকেন, তবে কেন আবার সেই নিষ্ঠুরতা আপন পুত্রবধূর প্রতি প্রকাশ করিবেন? আবার কেন তাহাকে সেই ক্লেশ সহ্য করিতে বাধ্য করিবেন? আপন মন দিয়া পরের মন না বুঝিলে সংসার চলে না, যিনি তাহা বুঝিতে না পারেন তিনি ভাল সংসারী নহেন। তাঁহার নিরুষ্টচিত্তে সংসার করিতে শিক্ষা করা আবশ্যক।

বৈবাহিক ইত্যাদি।

লোক লৌকতা কুটুম কুটুম্বিতা সংসারের অন্যতম অঙ্গ। এ গুলি অপরিহার্য্য, কথায় বলে "মানুষের কুটুম এলে গেলে" সুতরাং তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা না রাখিলে আত্মীয়তার লাঘব হয়। কুটুম্বের মধ্যে বৈবাহিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বৈবাহিক সম্বন্ধ বড় মধুর, বৈবাহিকতা সূত্র আনন্দ প্রদ।

বৈবাহিক দিগের মধ্যে এ সম্বন্ধ যাহাতে অবিচ্ছিন্ন রহে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। পরস্পরে যাহাতে মনোমালিন্য না জন্মিয়া বন্ধুত্ব সমভাবে রহে তাহাই করা বিধেয়। বৈবাহিক বাটী হইতে তত্ত্ব আসিলে অতি যত্নে, অতি সমাদরে তাহা গ্রহণ করা উচিত।

অনেকে দানের তারতম্য বা অনাধিক্য হেতু পুত্র বধুকে যথা সময়ে পিতৃভবনে প্রেরণ করেন না, অনেকে হয়ত তাঁহাদের প্রদত্ত তত্ত্বাদি গ্রহণ করেন না। এ ব্যবহার নিতান্ত হেয়। কন্যার পিতা মাতা তাঁহাদের বৈবাহিক দিগের বিশেষ মন যোগাইয়া থাকেন, কারণ তাঁহাদের কন্যা অপরের গৃহবর্ত্তিনী, অপরের সংসা-

রের সংসারী, সুতরাং এ ভাব বিচিত্র নহে, কিন্তু পুত্রের পিতা যদি সেই ভাব কন্যার পিতা মাতার প্রতি দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করি—সেইটীই বাঞ্ছনীয়, সেইটীই পবিত্র, সেইটীই সতেজ হৃদয় ও উন্নত মনের পরিচায়ক।

কুটুম্ব বাটী হইতে মন্দ তত্ত্ব আসিলে, বিশেষতঃ "ফুলশয্যা" "মেলানিভার" ইত্যাদির মন্দ তত্ত্ব হইলে অনেক গৃহিনী চটিয়া আগুণ হন, সে রাগ করা নিতান্ত অন্যায়, কাহার না ইচ্ছা যে ভাল তত্ত্ব করিয়া কুটুম্ব-দিগের সন্তোষ করি,কিন্তু সকলের তাহার সমবায় হইয়া উঠে না। আর এক কথা,—অল্প তত্ত্ব আসিলে গৃহিণী যে পাইবার আশাতেই চটেন তাহাও নহে, বৈবাহিক বা অন্য কোন কুটুম্ব যে তত্ত্ব করিয়া তাঁহার সংসারের সচ্ছলতা করিয়া দিবেন তাহাও নহে,তবে কেন তিনি রাগ করেন? তাহার কারণ আছে। আপন কুটুম্ব ভাল, তাহারা দিতে জানে, বড়লোক, একথা বলিতে কাহার না ইচ্ছা, সেই জন্য অনেকে চটিয়া যান, কিন্তু লোকে অনেক স্থলে তাহার এক অর্থ করিতে অন্য অর্থ করিয়া লয়।

যাহাই হউক কুটুম্ব দিগের সহিত যাহাতে চির সৌহার্দ্দ অটুট রহে সে বিষয়ে সংসারী মাত্রেরই বিশেষ

যত্ন ও লক্ষ্য থাকা কর্ত্তব্য। শুনিয়াছি আমাদের গৃহিণী গণই নাকি এই সকল কলহের বা বিবাদ বিষম্বাদের মূলীভূত কারণ। কথটা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। আশাকরি মহিলাগণ এ বিষয়ে আপন সৃগীয় কোমলতা হারাইয়া নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিবেন না।

বিধবা।

নিয়তির অখণ্ডনীয় পরিবর্ত্তনের সহিত, এই সসাগরা পৃথিবী পরিবর্ত্তিত হইতেছে, মানব হৃদয় মানব—জীবন ত কোন ছার। এই আমূল পরিবর্ত্তনে রাজা দরিদ্র, আবার দরিদ্র রাজা, অপুত্রকের পুত্র, আবার পুত্রবান পুত্রহীন, সর্ব্বনিয়ন্তার এই বিশ্ববিমোহন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই আজি যে সধবা কালি সে বিধবা।

যদি কেহ অনুবিসর্জ্জন, স্বার্থত্যাগ, বৈরাগ্য প্রভৃতির জীবন্ত চিত্র দেখিতে চাও, তবে বাঙ্গালীর বিধবাকে দেখ, যদি সুখকে বিসর্জ্জন ও দুঃখকে হৃদয়ে আশ্রয় দিয়া জীবন ধারণ করিতে এসংসারে কেহ পারগ হয় তবে তিনি বিধবা। যদি পৃথিবীতে দেবী হৃদয় বিরাজমান থাকে তবে তাহা বঙ্গীয় অভাগিনী বিধবার ব্যতীত অপর কাহারও নহে।

যে দেশে সাবিত্রী, যে দেশে দময়ন্তী সে দেশে—সে ভাবতে, তাহাদের ভগ্নীগণের হৃদয়গত কি কোন তেজ, থাকিবে না? অবশ্যই থাকিবে, যাহা আছে তাহা ভারত ভিন্ন আর অন্য কোথাও নাই।

শান্তি, শুদ্ধি, পবিত্রতা প্রভৃতি যাবতীয় স্বর্গীয় ভাব একমাত্র বঙ্গীয় বিধবাগণেই নিহিত। যদি সংসারে স্বর্গীয় বলিবার কিছু থাকে, তাহা বিধবার হৃদয়। যদি সতীত্বের প্রকৃত গৌরব থাকে, তাহা বিধবার। যিনি এই ঘোর সংসারিক স্বার্থ—আত্মত্যাগ করিয়া তপস্বিনী-ব্রতপরায়ণা, স্বামীর পবিত্র মূর্ত্তি হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া মহা যোগ পরায়ণা, তিনিই পতিব্রতা পতিপরায়ণা পতিব্রতা। আমরা তাঁহাকেই সাবিত্রী বলিব, আমরা মনে মনে ভক্তি সহকারে তাঁহারই পূজা করিয়া আপন মনে কৃতার্থ হইব, ও ভারতকে তাহার ভাগ্যের সুপ্রসন্নতাহেতু শত ধন্যবাদ দিব।

বাল্য-বিধবা বড় ভয়ঙ্কর কথা, সে নাম শুনিলেও হৃদ্‌কম্প হয়, শোকে দুঃখে হৃদয় অভিভূত হয়। আহা বঙ্গ-ললনা, বৈধব্য তোমাদের কি যাতনা। সেই বিকশিত সরোজ বদনের কালিমা ভাব, সেই প্রফুল্ল নয়নের সজল ভাব, সেই হৃদয়াভ্যন্তরিক বিষাদ জ্ঞাপক চিহ্ন, সেই সুতপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস, যাহা স্মরণ করিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়, আহা বিধবা, না জানি তোমরা কত কষ্টে, কত ক্লেশে, কত যাতনায় তাহা সহ্য কর। ভাই বঙ্গবাসী, তোমারা কি তাহাদের চক্ষের জল মুছাইবে না? তোমরা কি তাহাদের দুঃখ বুঝিবে না। তোমরা কি এত স্বার্থপর? ভগিনীগণ এ তুচ্ছ

প্রাণ দিলেও যদ্যপি তোমাদের দুঃখের লাঘব হয় তাহাও অকুণ্ঠিত চিত্তে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছি।

এখন কথা হইতেছে বিধবা বিবাহ। এ বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য কিনা? এ বিষয়ের অবতারণা করিয়া তর্ক করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি যে যাহারা বাল্যকালে বিধবা হয়, তাহাদের বিবাহ দেওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। তাহা না দিয়া যিনি সেই কোমল হৃদয়ে ব্যথা দিতে প্রস্তুত, আমরা তাঁহার হৃদয়কে পাষাণ বলিয়া উল্লেখ করিতেও কুণ্ঠিত, যদি পাষাণ অপেক্ষাও কিছু কঠিনতর পদার্থ থাকে তবে তাহাই সে হৃদয়ের উপমার স্থল।

বিধবা বিবাহের দোষ অপেক্ষা উপকারিতা অধিক, সমাজের সামান্য বিশৃঙ্খলতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে এত ক্লেশ দেওয়া নিতান্ত স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতার কার্য্য।

সকল বিধবার বিবাহে প্রবৃত্তি না হইবার সম্ভাবনা, যাহারা স্বামী-প্রণয় আস্বাদন করিয়াছে, যাহারা স্বামীকে হৃদয়ে দেবতা বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহারা বিবাহ না করিতে পারে, অন্ততঃ না করিবারই সম্ভাবনা, কিন্তু যাহারা স্বামী কি তাহা জানে না, স্বামী মুখ দেখিয়াছে কি না স্মরণ হয় না, তাহারা কেন বিবাহ করিবে না?

কেন তাহাদের বিবাহ দিতে সমাজের মস্তকে বজ্রাঘাত হইবে ?

যে রমণী স্বামী প্রেম বুঝিয়াছে, একটীও সন্তান হইয়াছে, তাহার বিবাহ না করা কর্ত্তব্য। অধিক কি পুরুষেরও দ্বিতীয় পক্ষ বিবাহ করা অকর্ত্তব্য। যাহার হৃদয়ে এককালে প্রণয়ের বিমল জ্যোতিঃ প্রবেশ করিয়াছে, যে উদাস প্রাণে মনে মনে, প্রাণে প্রাণে ভালবাসিয়াছে, সে কি কখন আবার হাতে সুতা বান্ধিতে পারে, সে কি আর কখন বিবাহ করিতে পারে, না তাহার প্রবৃত্তি হয় ? যাহার হয় সে প্রেম কি তাহা জানে না, সে কামের দাস, জ্ঞান ও নীতি তাহার পথ প্রদর্শক নহে।

বিধবাগণের পুরুষের সম্পর্ক রাখা অকর্ত্তব্য, যুবতী বিধবা আত্মীয় যুবকের নিকটও একাকিনী থাকিবে না। স্বীয় মানসিক তেজকে নিতান্ত বিশ্বাস করিওনা, তাহার মুহূর্ত্তেকের চপলতা হেতু হয়ত তোমায় চিরকাল মর্ম্ম জ্বালায় জলিতে হইবে। পুরুষকে সহজে বিশ্বাস করিও না, তাহার মধুমাখা কথায় কদাচ বিশ্বাস স্থাপনা করিও না, আপন অমূল্য রত্ন কপর্দ্দকের বিনিময়ে বিক্রয় করিও না। সুধু বিধবার নহে, সধবা স্ত্রীগণেরও পর পুরুষ হইতে দূরে থাকা কর্ত্তব্য, পবিত্র বস্তু সংসারে নিতান্ত বিরল. কদর্য্য বস্তুই অধিক—অপর্য্যাপ্ত।

রমণীগণ ভগ্নীপতি ননন্দাপতি প্রভৃতির সহিত রস ভাস করিয়া থাকেন, করুন ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহার সাম্য রক্ষা করা চাই, সে আমোদ পরিহাস ন্যায় ও নীতি সঙ্গত হওয়া আবশ্যক, নতুবা লোকের কথা দূরে থাকুক তোমার ভগ্নীপতিই তোমায় মনে মনে নিন্দা করিবেন। বিধবাগণের সম্বন্ধে আরও অধিক, তাঁহারা আমোদ প্রমোদ যত পরিত্যাগ করিতে পারেন ততই ভাল, বিশেষতঃ পুরুষের সহিত। যাহাতে তপস্বিনী ভাব বিরাজিতা তাহাতে আর অধিক আমোদ প্রমোদ ভাল দেখায় কি, শোভা পায় কি?

বিধবাগণের বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য কম হওয়া কর্ত্তব্য। আর কাহার জন্য বেশ ভূষা, যিনি তোমার বেশ ভূষা শোভা, সৌন্দর্য্য অতৃপ্ত নয়নে দেখিতেন, তিনি আর ত নাই. তবে আর কেন? পরে দেখিলে সুখী হইতে পারে, কিন্তু পরের সহিত তোমার জীবনের সম্বন্ধ কি? পরের সহিত আর তোমার সহানুভূতি কেন?

বিধবাদিগের নিষ্কর্ম্মা থাকা অপেক্ষা সতত কার্য্যরত থাকা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে সময় অজ্ঞাত ভাবে বহিয়া যায় ও চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটেনা। সূচীকার্য্য,সুরুচিকর পুস্তক পাঠ প্রভৃতি উত্তম কার্য্য।

যে সকল পুস্তকে প্রেমের ছড়া ছড়ি,সে সকল পুস্তক

পাঠ না করাই ভাল, সে রূপ পুস্তক পাঠে সমধিক মানসিক বিকলতা জন্মিবার সম্ভাবনা।

ছোট ছোট বালক বালিকা গণকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করা, তাহাদিগকে লইয়া সময় কাটান, বেশ উপায়।

বঙ্গের বিধবা আমাদিগের জাতীয় গৌরব, যাহাতে এই গরীয়সী গৌরব অক্ষুণ্ণ রহে, যাহাতে ভবিষ্যতে তাঁহারা আবার আদর্শনীয়া হয়েন, এ ভাবটী যেন তাহাদের হৃদয়ে সতত জাগরূক থাকে, তাহা হইলে আর কিছুই বলিবার আবশ্যক নাই।

সমাপ্ত।